রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

"জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন সফল হোক"

২০২২ সনের ৩২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, আগস্ট ১১, ২০২২

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৯৭—৪২০
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৯৭৩—৯৯৯
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭০৩—৭৩৪
৭ম খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ: ১২ মাঘ, ১৪২৮/২৬ জানুয়ারি, ২০২২

নং **আর-৬/৭এন-০১/২০২২-২৪**—নোটারী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন, পিতা-আব্দুল হাকিম মিয়া-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত এতদদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩(তিন) বছরের জন্য নিয়োগ করা হইলো:

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীন আবেদন পেশ করিবেন;

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালা ১৯ নং ফরমে প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাহউদ্দিন খাঁ
উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি মাধ্যমিক-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ: ০৯ চৈত্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৩ মার্চ, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১.০২২.০২.৭৪—The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961-এর Section 4-এ

মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন, উপপরিচালক, (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
হাছিনা বেগম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নোক্ত শিক্ষক/ কর্মকর্তাগণ-কে এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম-এর 'বোর্ড কমিটি'র সদস্য পদে মনোনয়ন প্রদান করেছেন;

(১) অধ্যক্ষ, লতিফা সিদ্দিকী ডিগ্রী কলেজ, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম

(২) প্রধান শিক্ষক, সেন্ট প্লাসিডস স্কুল, চট্টগ্রাম

(৩) প্রধান শিক্ষক, ডাঃ খাস্তগীর সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম

(৪) অধ্যক্ষ, চট্টগ্রাম কলেজ, চট্টগ্রাম

(৫) উপ-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা, চট্টগ্রাম অঞ্চল, চট্টগ্রাম

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭১.০১.০২২.০২.৭৩—The Intermediate and Secondary Education Ordinance, 1961-এর Section 4-এর clause (x-xi)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় হয়ে নিম্নোক্ত ০২(দুই) জন শিক্ষাব্রতী ব্যক্তিকে এ প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে ০৩(তিন) বছরের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, চট্টগ্রাম-এর 'বোর্ড কমিটি'র সদস্য পদে মনোনয়ন প্রদান করেছেন;

(১) মোহাম্মদ ইউনুছ, বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সমাজকর্মী, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : ফরহাদাবাদ, ডাকঘর : নুর আলী মিয়ার হাট, থানা : হাটহাজারী, জেলা : চট্টগ্রাম

(২) ড. মোঃ সেকান্দর চৌধুরী, প্রাক্তন ডিন, কলা ও মানববিদ্যা অনুষদ ও অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা: গ্রাম+পো:-বেতাগী, উপজেলা: রাঙ্গুনিয়া, জেলা: চট্টগ্রাম

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আলমগীর হুছাইন
উপসচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-৫

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৬ চৈত্র ১৪২৮/২০ মার্চ ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০৩২.১৬-১০৩**—যেহেতু, জনাব রাত্রি দে. সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম). গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৫, ঢাকায় কর্মরত অবস্থায় পারিবারিক কারণে ১০-০৭-২০১৬ হতে ৩১-০৭-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ২২ দিনের অর্জিত ছুটির আবেদন করেন। গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে মঞ্জুরকৃত ছুটি শেষে কর্মস্থলে যোগদান না করায় সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক ০৯-০৮-২০১৬ তারিখে আপনাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। কৈফিয়তের আপনি কোনো জবাব দাখিল করেননি এবং ২৯-০৬-২০১৬ তারিখ হতে ০২ বছরের শিক্ষা ছুটির আবেদন করেন। আবেদনকৃত শিক্ষা ছুটি মঞ্জুর না হওয়া সত্ত্বেও আপনি কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। সে কারণে আপনার বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) ও (সি) পরিবর্তিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগে ১০/২০১৭ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয় এবং অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়;

১। যেহেতু, আপনি উক্ত কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব দাখিল না করায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব জনাব মোঃ মাহমুদুর রহমান হাবিব'কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। অতঃপর, বিভাগীয় মামলার ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে আপনাকে ২য় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়। কিন্তু, আপনি ২য় কারণ দর্শানো নোটিশেরও জবাব দাখিল করেননি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কনসালটেশন রেগুলেশন, ১৯৭৯ এর প্রবিধান ৬ অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশনকে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করে;

৩। যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের মতামত এবং বিভাগীয় মামলার সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রসহ প্রাসঙ্গিক সকল বিষয় পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী জনাব রাত্রি দে'কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত বহাল রাখা হয়। নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব রাত্রি দে'কে "চাকরি হতে বরখাস্তকরণ" গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাব সানুগ্রহ অনুমোদন প্রদান করেছেন;

৪। সেহেতু, জনাব রাত্রি দে, সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৫, ঢাকা'কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ও (গ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "পলায়ন" এর প্রমাণিত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ৩ এর (ঘ) অনুযায়ী "চাকরি হতো বরখাস্তকরণ" করা হলো।

৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

প্রশাসন-৬ শাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২২ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **২৫.০০.০০০০.০১৯.৯৯.০০৫.১৩-১৬৩**—গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ **উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা বহির্ভূত কিন্তু সিটি কর্পোরেশনসমূহের আওতাভুক্ত এলাকা ব্যতীত** সুউচ্চ ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুনগত মান

নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নিম্নরূপভাবে Building Construction Committee (BC Committee) গঠন করা হলোঃ

আহবায়ক

১। জেলা প্রশাসক

সদস্যবৃন্দ

২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ

৩। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি

৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পৌরসভার প্রতিনিধি (স্থপতি/প্রকৌশলী/পরিকল্পনাবিদ)

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী

৬। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

৭। সংশ্লিষ্ট জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর

২। এ মন্ত্রণালয়ের ১৭ নভেম্বর ২০১৩ তারিখের ৮৬৫ নং স্মারকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হলো।

৩। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

লুৎফন নাহার
উপসচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-১ অধিশাখা
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩৩.০০.০০০০.১২৬.০১.২৮৮.২১-১৮৩**—জনাব সুদীপ ভট্টাচার্য, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, গোপালপুর, টাঙ্গাইল (সাবেক সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর) "ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প" এর আওতায় জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ভ্যান গাড়ি বিতরণ কর্মসূচির জন্য দুঃস্থ ও অসহায় জেলে বাছাই কার্যক্রম যথাযথভাবে না করে তুলনামূলক স্বচ্ছল জেলেদের মধ্যে থেকে বাছাই করার বিষয়ে জেলা প্রশাসক, চাঁদপুর-এর অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

২। জনাব সুদীপ ভট্টাচার্য, সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার ৩০-০১-২০২২ তারিখে কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব এবং ব্যক্তিগত শুনানী ইত্যাদি পর্যালোচনান্তে দেখা যায় যে, একটি কমিটির মাধ্যমে উপকার ভোগী নির্বাচন করা হয়েছে। শুধুমাত্র তার সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন বিষয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় ভবিষ্যতে এ ধরণের উপকারভোগী নির্বাচনে বিভাগীয় কর্মকর্তা হিসেবে সঠিক দায়িত্ববান হওয়ার এবং কোনো চাপে ভুল তালিকা প্রস্তুত না করার জন্য সতর্ক করে তাঁকে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দিয়ে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মুহাম্মদ ইয়ামিন চৌধুরী
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
ঔষধ প্রশাসন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৪৫.০০.০০০০.১৮২.৮২.০০১.২১.৮৩**—এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) পরিচালনা পর্ষদের সদস্য (পরিচালক) হিসেবে নিম্নরূপভাবে মনোনয়ন প্রদান করা হলো:

ক্র: নং	নাম ও ঠিকানা	পদের নাম	মন্তব্য
১।	মেজর জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফ মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা।	সদস্য (পরিচালক), এসেনসিয়াল ড্রাগস কোম্পানী লিমিটেড (ইডিসিএল) পরিচালনা পর্ষদ	তিনি মেজর জেনারেল মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রাক্তন মহাপরিচালক, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর এর স্থলাভিষিক্ত হবেন।

২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
ডি-২৬ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৩ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/২৭ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয় : প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা,২০২২(সংশোধিত)।

নং **২৩.০০.০০০০.২৬০.২২.০৪৩.২২-১০৮**—নং ২৩.০০.০০০০.০১০.০২.০০১.১৮-৩৮৯ উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের গাড়ি সেবা নগদায়ন গ্রহণের লক্ষ্যে ৬ পৌষ, ১৪২৭/২১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অধিকতর সংশোধনপূর্বক নং ২৩.০০.০০০০.২৬০.২২.০৪৩.২২-১০৮ নিম্নবর্ণিত নীতিমালা জারি করা হলো:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম:**

(১) এ নীতিমালা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত)" নামে অভিহিত হবে।

(২) এ সংশোধিত নীতিমালা প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়, (ক)"গাড়ি" অর্থ নতুন অথবা গাড়ি ক্রয়ের তারিখ হতে ০৫(পাঁচ) বছরের মধ্যে প্রস্তুতকৃত সেডান কার/সেলুন/স্টেশন ওয়াগান/এসইউভি (SUV-Sports Utility Vehicle)/সিইউভি (CUV-Crossover Utility Vehicle)।

ব্যাখ্যা: এসইউভি (SUV) বা সিইউভি (CUV) প্রচলিত অর্থে জীপ (Jeep) বা অনুরূপ গাড়িকে বুঝাবে।

গাড়ির সর্বনিম্ন সি.সি ১৫০০ (±১০) এবং সর্বোচ্চ সি.সি. ২০০০ (±১০) হবে।

(খ) "গাড়ি সেবা নগদায়ন" অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাবৃন্দ কর্তৃক সরকার হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণের পরিবর্তে "সুদমুক্ত ঋণ" এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আর্থিক সুবিধাদি;

(গ) "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা" অর্থ সশস্ত্র বাহিনী সমূহের মেজর/সমর‍্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল/সমর‍্যাংক এবং তদূর্ধ্ব পদবির কর্মকর্তা। তবে মেজর/সমর‍্যাংক (Substantive Rank) ও লেফটেন্যান্ট কর্নেল/ সমর‍্যাংক কর্মকর্তার কমিশন প্রাপ্তির পর চাকরিকাল ন্যূনতম ১৩ বছর (তবে স্বল্প মেয়াদী সরাসরি কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে কমিশন প্রাপ্তির পর চাকরিকাল ন্যূনতম ১০ বছর এবং Substantive Rank) হতে হবে। আরও উল্লেখ থাকে যে, আর্মড ফোর্সেস নার্সিং সার্ভিসেস (এএফএনএস) এর কর্মকর্তাগণ এবং বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) এর অনারারী মেজর এবং সমতূল্যরা "প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা" বিবেচিত হবেন না।

(ঘ) "গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়" অর্থ এ নীতিমালার আওতায় সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ির মেরামত/'সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন, বীমা, 'ফিটনেস নবায়ন, কর, অন্যান্য ফি ইত্যাদি বাবদ প্রদেয় মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়কে বুঝাবে।

(ঙ) "সুদমুক্ত ঋণ" অর্থ এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ।

(চ) "সরকারি দাবি আদায় আইন" অর্থ Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act No. 111 of 1913)।

(ছ) বৈদেশিক চাকরি অর্থ কোনো বিদেশি রাষ্ট্র অথবা কোনো স্বীকৃত আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক, বহুজাতিক বা বেসরকারি সংস্থার অধীন চাকরি।

(জ) পরিবার অর্থ প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বামী/স্ত্রী, সন্তান, পিতামাতা এবং তাঁর সাথে বসবাসকারী সদস্য।

৩। **নীতিমালার প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনো নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন এ নীতিমালা প্রাধান্য পাবে।

৪। **"সুদমুক্ত ঋণ" সুবিধা প্রাপ্তির যোগ্যতা**—(১) এ নীতিমালার অধীন সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাকে সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা হতে হবে।

(২) কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণের চেক গ্রহণের পর তিনি তা প্রত্যাহার করতে চাইলে সুদমুক্ত ঋণের চেক ইস্যুর তারিখ হতে সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫(পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে। তবে, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে চেকের অর্থ নগদায়ন করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিবের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর অনুমোদনক্রমে জারিমানা প্রদান ব্যতিরেকে চেক ফেরত প্রদান করতে পারবেন।

(৩) নীতি ৪ (১) ও (২) এর নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা পাবেন, যথা:-

(ক) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রাপ্যতা যতদিন থাকবে ততদিনের মধ্যে আবেদন করতে পারবেন। তবে সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্রহণের তারিখ হতে এল.পি.আর. শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ অবশ্যই ০১(এক) বছর থাকতে হবে;

(খ) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সরকারি অথবা তাঁর নিজস্ব বাহিনী হতে গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করলেও গাড়ি সেবা নগদায়নের আবেদন করতে পারবেন। কিন্তু সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণপূর্বক গাড়ি ক্রয়ের পর সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা আর বহাল থাকবে না।

(গ) বৈদেশিক চাকরি/লিয়েন/জাতিসংঘ মিশন/চুক্তিতে কর্মরত কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকরি /লিয়েন/চুক্তি/জাতিসংঘ মিশন শেষে চাকরিতে যোগদানের পর সুদমুক্ত ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

(ঘ) মঞ্জুরী আদেশ জারীর তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সশস্ত্র বাহিনীর চাকরিতে নিয়োজিত থাকতে হবে।

৫। **"সুদমুক্ত ঋণ" গ্রহণের অযোগ্যতা।**—কোনো একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণের অযোগ্য হবেন যদি তাঁর:

(ক) সুদমুক্ত ঋণ এর আবেদনপত্র প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে গ্রহণের তারিখ হতে এল.পি.আর শুরুর তারিখ পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ কমপক্ষে ০১(এক) বছর না থাকে; এবং

(খ) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরি আদেশ জারির তারিখে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা যদি বৈদেশিক চাকরি/লিয়েন/চুক্তিতে নিয়োজিত থাকলে।

(গ) বিভিন্ন প্রকার অগ্রিম বা গৃহ নির্মাণ অগ্রিম গ্রহণের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার পেনশন বা গ্র্যাচুয়িটি হতে প্রস্তাবিত সুদমুক্ত ঋণের অর্থ আদায় করা সম্ভব না হয়।

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত মামলা/ কোর্ট মার্শাল চলমান থাকলে।

(ঙ) সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আইনে কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে Forfeiture of Seniority rank or, forfeiture of all or any part of the Service for the purpose of promotion শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ০২(দুই) বছর অতিক্রম না করলে।

(চ) সংশ্লিষ্ট বাহিনীর আইনে কোর্ট মার্শাল এর মাধ্যমে উপরোক্ত নীতি ৫(ঙ) এ বর্ণিত শাস্তির চেয়ে নিম্নতর কোনো শাস্তি প্রাপ্ত হওয়ার ০১(এক) বছর অতিক্রম না করলে।

৬। **"সুদমুক্ত ঋণ " মঞ্জুরের শর্ত।**—(১) সরকারের পক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এ নীতিমালার অধীন গাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ বলে বিবেচিত হবে।

(২) প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তাবৃন্দ পরিশিষ্ট-'ক ফরমে সুদমুক্ত ঋণের আবেদন যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব/সচিব বরাবর দাখিল করবেন।

(৩) নীতি ৬(১) ও এ নীতিমালার অন্যান্য উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ করবে।

(৪) প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের গাড়ি ক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচাদি, যেমন রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ইত্যাদি সকল খরচ নির্বাহের জন্য অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত এককালীন সুদমুক্ত ঋণ এর পরিমাণ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করতে পারবে।

(৫) নীতি ৬(২) এর অধীন আবেদনকারীদের মধ্যে প্রাধিকার অর্জনের সময় হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুর করতে হবে, তবে এক্ষেত্রে একই তারিখে একই পদে প্রাধিকার অর্জিত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে অবসর গমন বা এলপিআর নিকটবর্তী কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

(৬) কোনো কর্মকর্তা তার সমগ্র চাকরিকালে ০১(এক) বারের বেশি এ নীতিমালার অধীন কোনো সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন না।

(৭) কোনো কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরির আদেশ প্রাপ্তির পর ঋণ গ্রহণে অস্বীকৃত হলে ও ঋণের চেক নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ফেরত দিলে সেক্ষেত্রে পূর্বের আদেশ বাতিল সাপেক্ষে পুনরায় সুদমুক্ত ঋণের আবেদন করতে পারবেন।

৭। **ক্রয়কৃত গাড়ির রেজিস্ট্রেশন খরচ ও অতিরিক্ত অর্থ ফেরত।**—(১) চুক্তি সম্পাদনের অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি (বন্ধকী ফরমসহ) সম্পন্ন করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে।

(২) গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এবং "গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করতে হবে। এর ব্যত্যয় হলে চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(৩) গাড়ির ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন ও বীমার নবায়ন প্রতিবছর নিজ অর্থায়নে করতে হবে।

(৪) যদি কোনো কর্মকর্তা মঞ্জুরিকৃত অর্থের অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয় করেন তাহলে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ সরকারের নিকট হতে দাবি করতে পারবেন না। তবে মঞ্জুরিকৃত অর্থের ২০% অধিক ব্যয়ে গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিলপূর্বক প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আয়ের সাথে সঙ্গতি রেখে গাড়ি ক্রয় করতে হবে।

৮। **চুক্তি সম্পাদন ও গাড়ি বন্ধক।**—(১) সুদমুক্ত ঋণ মঞ্জুরিকালে প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"খ" ফরমে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে সরকারের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

(২) সুদমুক্ত ঋণের মঞ্জুরিকৃত অর্থ প্রাপ্তি এবং গাড়ি ক্রয়ের পর প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে পরিশিষ্ট-"গ" ফরমে সরকার বরাবর সংশ্লিষ্ট গাড়িটি অগ্রিমের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত বন্ধক রাখতে হবে।

(৩) সুদমুক্ত ঋণ বাবদ মঞ্জুরিকৃত অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত গাড়ির সুদমুক্ত ঋণের নির্ধারিত টাকা পরিশোধ হয়ে গেলে সরকার উক্ত কর্মকর্তার অনুকূলে পরিশিষ্ট-"ঘ" ফরমে বন্ধক অবমুক্ত বিষয়ে একটি প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবে। তবে কোনো কর্মকর্তা চাকরিরত অবস্থায় সুদমুক্ত ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর গাড়িটি অবমুক্ত করলে অবমুক্তির তারিখ হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

৯। **গাড়ির বীমা।**—প্রত্যেক প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়ির অগ্নি, চুরি, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতি ইত্যাদির জন্য ফাস্ট পার্টি ইন্স্যুরেন্স বা বীমা করতে হবে।

১০। **গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়।**—(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করলে তিনি গাড়ি ক্রয়ের পর সংশ্লিষ্ট বাহিনী/সংস্থা কর্তৃক পরিবহন ব্যবহার সংক্রান্ত ছাড়পত্র গ্রহণপূর্বক "গ" ফরম স্বাক্ষরের তারিখ হতে গাড়ি মেরামত/সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ প্রাপ্য মাসিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের অর্থ প্রাপ্য হবেন, তবে এ রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের জন্য মাসিক অর্থের পরিমাণ অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। নির্ধারিত রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় উক্ত কর্মকর্তা মাসিক বেতন বিলের সাথে উত্তোলন করবেন। তিনি চুক্তি ("গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে উক্ত মাসের অবশিষ্ট সময়ের জন্য আংশিক রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন। স্বাক্ষরিত "গ" ফরমের প্রমাণক ছাড়া কোনো ক্রমেই গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না। এর ব্যত্যয় হলে রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ উত্তোলিত অর্থের শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ ফেরত প্রদান করতে হবে।

(২) নীতি ৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাপ বা সরকারের অনুমতি ব্যতিরেকে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয় করলে এ বিধির অধীনে কোনো গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় পাবেন না।

(৩) বিদেশে অধ্যয়নরত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা এবং বিদেশে বাংলাদেশ সরকারের কোনো মিশন/সংস্থায় কর্মরত অবস্থায় এবং জাতিসংঘ মিশনে নিয়োজিত অবস্থায় রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়ের ৫০% প্রাপ্য হবেন।

(৪) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

(৫) সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‍্যাংক ও তদুর্ধ্ব কর্মকর্তাগণ তাঁদের পদমর্যাদানুসারে গাড়ি সংক্রান্ত অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

(৬) নীতি-১০ (৪) ও (৫) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এল.পি.আর সময়ে অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল,পি.আর) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের/সরকারের কোনো পদে নিয়োজিত হলে এ নীতিমালা অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় এবং অন্য কোনো আর্থিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৭) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণকারী কর্মকর্তা সরকারের নিকট হতে গাড়িচালক, জ্বালানি গাড়ি ব্যবহারজনিত ক্ষয়, রক্ষণাবেক্ষণ বা কোনো প্রকার মেরামতের জন্য পৃথক কোনো রকম আর্থিক সুযোগ

সুবিধা, প্রকৃত ব্যয় বা খরচ দাবী করতে পারবেন না এবং উক্ত গাড়ির জন্য কার সেন্ট, এয়ার ফ্রেসনার, টিস্যু পেপার ও এ্যারোসল ইত্যাদি কোনো প্রকার সুবিধা পাবেন না।

১১। **সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি বিক্রয়।**—(১) সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়ি ঋণ পরিশোধের পূর্বে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(২) বিক্রয় মূল্য হতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে বকেয়া ঋণ জমা প্রদান করার শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে এবং গাড়ি বিক্রয়ের অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে অপরিশোধিত অর্থ এককালীন জমা দিতে হবে।

৩) যদি কোনো কর্মকর্তা নীতি ১১ এর (২) অনুসারে অপরিশোধিত অর্থ জমা প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অপরিশোধিত অর্থের উপর গাড়ি বিক্রয়ের তারিখ হতে শতকরা ১৫(পনের) টাকা হারে জরিমানা আদায় করা হবে।

(৮) পুরাতন গাড়ি বিক্রয় করে নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সিনিয়র সচিব/সচিব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিম্নোক্ত শর্তে বিক্রয়ের অনুমতি প্রদান করতে পারবেন, যথা:-

(ক) বকেয়া ঋণ অপেক্ষা নতুন গাড়ির মূল্য কম হলে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ সরকার বরাবর ফেরত দিতে হবে;

(খ) বকেয়া ঋণ পূর্বোক্ত হারেই আদায়/পরিশোধ অব্যাহত রাখতে হবে; এবং

(গ) নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে ফার্স্ট পার্টি বীমা করতে হবে এবং সরকারের নিকট বন্ধক রাখতে হবে।

১২। **গাড়ি দুর্ঘটনা ও চুরি।**—গাড়ি ক্রয়ের পর দুর্ঘটনায় বিনষ্ট বা চুরি হলে সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্তি অব্যাহত থাকবে। তবে এক্ষেত্রে কিস্তির টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে অন্যথায় অপরিশোধিত কিস্তির উপর শতকরা ১৫ (পনেরো) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তিনি নিজস্ব বাহিনী/সংস্থা হতে গাড়ির সুবিধা পাবেন না।

১৩। **গাড়ির মালিকানা।**—গাড়ি ক্রয়ের জন্য গৃহীত সমুদয় ঋণের কিস্তি পরিশোধের পর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা গাড়ির মালিক হবেন।

১৪। **গাড়ি ব্যবহার।**—(১) কর্ম অধিক্ষেত্র অর্থাৎ কোনো কর্মকর্তার দাপ্তরিক কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, তার ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সরকারী কাজে ভ্রমণের জন্য ব্যবহারকারী কর্মকর্তা কোনো টি.এ/ডি.এ দাবি করতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, ৮(আট) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কোনো সরকারি কাজে ভ্রমণের জন্য (বাসায় যাতায়াতের ক্ষেত্র ব্যতীত) গাড়িটি ব্যবহৃত হলে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে টি.এ/ডি.এ প্রাপ্য হবেন।

ব্যাখ্যা: কোনো কর্মকর্তার একাধিক দাপ্তরিক কার্যালয় থাকলে এ ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ যে দপ্তরে পদায়িত বা অধিক সময় অবস্থান করেন তা বিবেচনা করতে হবে।

(২) কোনো কর্মকর্তা চাকরিতে থাকা অবস্থায় দাপ্তরিক প্রয়োজন মিটানোর পরে গাড়িটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে পরিবারের সদস্য সমন্বয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, এক্ষেত্রে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার গাড়ি ব্যবহার বিষয়ে দূরত্ব সংক্রান্ত সরকারি নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে না।

(৩) গাড়িভাড়া, লীজ বা অন্যকোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর বা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর করলে তা সামরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বলে গণ্য হবে।

১৫। **বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগ/লিয়েন গ্রহণ।**—(১) সুদমুক্ত ঋণ প্রাপ্ত কোনো প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বৈদেশিক চাকরিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হলে অথবা লিয়েনে গমন করলে উক্ত সময়ে এ নীতিমালার অধীন প্রদত্ত গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন না।

(২) নীতি ১৫ এর (১) অনুসারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রদান স্থগিত থাকলেও ঋণের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধ করতে হবে এবং এর ব্যত্যয় হলে শতকরা ১৫(পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ কিস্তির অর্থ জমা প্রদান করতে হবে।

১৬। **প্রেষণ/প্রকল্পে কর্মরত অবস্থায় "রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয়" প্রাপ্যতা।**—প্রেষণ/প্রকল্পে কর্মরত প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত গাড়িটি সচল রাখার প্রয়োজনে মেরামত/ সংরক্ষণ, জ্বালানি, ড্রাইভারের বেতন ইত্যাদি বাবদ নীতি ১০(১) অনুযায়ী গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে আর্থিক সুবিধা প্রাপ্য হবেন তা অর্থ বিভাগের পূর্বানুমোদনক্রমে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে যা প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হবে। তিনি গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্য হবেন তা সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অফিস হতে উত্তোলন করবেন। সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের সুবিধা না থাকলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধানের সুপারিশসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ছাড়পত্র প্রদানের পর ১০০% রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় প্রাপ্য হবেন।

১৭। **সরকারি অথবা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি রিকুইজিশন সীমিতকরণ।**—(১) সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা গ্রহণকারী কোনো কর্মকর্তা সাধারণভাবে তাঁর দপ্তর হতে রিকুইজিশনের ভিত্তিতে কোনো গাড়ি সরকারি বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে,–

(ক) জরুরি পরিস্থিতি (দাপ্তরিক বা ব্যক্তিগত) উদ্ভবের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষেত্র বিশেষ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ও সরকার/বাহিনী কর্তৃক নির্ধারিত পরিচালনা ব্যয়বহন সাপেক্ষে গাড়ি রিকুইজিশন করতে পারবেন; এবং

(খ) উক্ত কর্মকর্তার এ নীতিমালার অধীন ক্রয়কৃত গাড়িটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে অচল থাকলে উক্ত মর্মে প্রত্যয়নসহ রিকুইজিশনের ভিত্তিতে গাড়ি ব্যবহার করতে পারবেন। তবে এক্ষেত্রে প্রতিদিনের রিকুইজিশনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আনুপাতিক হারে গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় কর্তনযোগ্য হবে।

(২) নীতি ১৭(১) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, সশস্ত্র বাহিনীর মেজর জেনারেল/সমর‍্যাংক ও তদুর্ধ্ব এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনের জন্য নির্ধারিত টিওএণ্ডইভুক্ত গাড়িটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না।

(৩) রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বাবদ ১০০% অর্থ গ্রহণকারী কর্মকর্তাগণ অফিসে যাতায়াত বা অন্য কোনো কাজের জন্য কোনভাবেই কর্মস্থলের গাড়ি ব্যবহার করবেন না।

(৪) নীতি-১০(৩), ১৭(৩) এর অনুসরণে ব্যর্থতা সামরিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি আচরণ বলে গণ্য হবে এবং সংশ্লিষ্ট অর্থ শতকরা ১৫(পনের) টাকা হারে জরিমানাসহ আদায়যোগ্য হবে।

১৮। **সুদমুক্ত ঋণ আদায় পদ্ধতি।**—(১) (ক) সুদমুক্ত ঋণ সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে। অগ্রিমের চেক ইস্যুর পরবর্তী মাসের বেতন হতে কিস্তি কর্তন শুরু করা হবে। এর ব্যত্যয় হলে চেক গ্রহণের তারিখ হতে খেলাপি কিস্তির উপর শতকরা ১৫(পনের) টাকা জরিমানাসহ খেলাপি কিস্তি প্রদান করতে হবে। এছাড়া বন্ধকী ফরম ('গ' ফরম) স্বাক্ষরের পর পরিশোধিত কিস্তি (সংশ্লিষ্ট বাহিনীর/সংস্থার হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কর্তন বিষয়ে প্রত্যয়ন মোতাবেক) এবং প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে অবশিষ্ট অর্থের উপর কিস্তি পুনঃনির্ধারণ করা যাবে।

(খ) সুদমুক্ত ঋণের উপর ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ নির্ধারিত হারে ১২০(একশত বিশ) টি সমান কিস্তিতে আদায়যোগ্য হবে।

(২) কোনো কর্মকর্তা কর্মরত অবস্থায় যে কোনো সময়ে বা অবসরে যাওয়ার পূর্বে অপরিশোধিত সমুদয় অর্থ এককালীন পরিশোধ করতে ইচ্ছুক হলে সমুদয় অর্থ পরিশোধের তারিখে প্রাপ্য অবচয় সুবিধা বাদ দিয়ে বাকি অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত কোডে তা জমা প্রদান করতে পারবেন। তবে, গাড়ি অবমুক্ত হওয়ার পর এই নীতিমালার আওতায় কোনো সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(৩) কর্মরত ও এল.পি.আর সময়ের মধ্যে সমুদয় কিস্তির টাকা আদায় করা সম্ভব না হলে অগ্রিম বাবদ গৃহীত অপরিশোধিত অর্থ নিম্নরূপভাবে আদায় করা হবে, যথা:–

(ক) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার গ্র্যাচুয়িটি হতে এককালীন আদায় করা হবে;

(খ) দফা (ক) অনুযায়ী গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ উক্ত কর্মকর্তার পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) দফা (খ) অনুযায়ী পেনশন হতে আদায়ের পরও বকেয়া থাকলে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সমন্বয় করতে হবে; অথবা

(ঘ) সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তাঁর নিজস্ব সঞ্চয় হতে অপরিশোধিত টাকা পরিশোধ করবেন;

(ঙ) দফা (ক),(খ),(গ) ও (ঘ) এর মাধ্যমে আদায়ের পরও অগ্রিম অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৪) কোনো কর্মকর্তা স্বেচ্ছায় চাকরি ত্যাগ করলে বা সরকার কর্তৃক কোনো কর্মকর্তাকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদান, চাকরি হতে বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুত করা হলে বকেয়া পাওয়া পেনশন/গ্র্যাচুয়িটির সাথে সমন্বয় করা হবে। সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক উল্লিখিত ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা না হলে বকেয়া পাওনা নগদে পরিশোধ করতে হবে অথবা বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়ের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে। এর পরও বকেয়া ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৫) নীতি-৮ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির কোনো শর্তের বরখেলাপ হলে সরকার বন্ধকী গাড়ি বিক্রয়পূর্বক সুদমুক্ত ঋণ সমন্বয় করবে এবং এর পরও সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে সরকারি দাবী আদায় আইনের বিধান অনুযায়ী সরকারি পাওনা হিসেবে আদায়যোগ্য হবে।

(৬) সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতার মৃত্যু হলে এবং দুর্ঘটনা অথবা মানসিক কারণে অক্ষম/প্রতিবন্ধী হয়ে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণকারী দূর্দশাগ্রস্থ কর্মকর্তা হলে, সে ক্ষেত্রে –

(ক) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে সুদমুক্ত ঋণের টাকা আদায় করা হবে;

(খ) তাঁর গ্র্যাচুয়িটি হতে আদায়ের পর সুদমুক্ত ঋণ অপরিশোধিত থাকলে উক্ত কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন হতে কর্তন করতে হবে;

(গ) উপরি উক্ত (ক) ও (খ) এ যা কিছুই থাকুক না কেন, মৃত কর্মকর্তার উত্তরাধিকারী অথবা অক্ষম হয়ে অবসর গ্রহণকারী দূর্দশাগ্রস্থ কর্মকর্তা বা তাঁর প্রতিনিধি যৌক্তিক অর্থনৈতিক কারণে সুদমুক্ত ঋণের অপরিশোধিত অর্থ (আসল এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ) মওকুফের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন এবং তাঁর আবেদনপত্রটি অর্থ বিভাগ কর্তৃক গঠিত "অগ্রিমের আসল ও সুদ মওকুফ" সংক্রান্ত কমিটিতে প্রেরণ করা হবে এবং উক্ত কমিটি মওকুফের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

১৯। **গাড়ির অবচয় হিসাব।**—(১) গাড়ির প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সরকারি দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে সরকারি গাড়ির পরিবর্তে গাড়ি ক্রয়ের জন্য নগদায়নের সুবিধা প্রদান করা হয়। সরকারি দায়িত্ব পালনে গাড়ি ব্যবহারের ফলে প্রতি বছর গাড়ির আয়ুস্কাল হ্রাস পায় বিধায় গাড়ির অবচয় হিসাব সর্বোচ্চ ৮ (আট) বছর। এ কারণে বছরে ১০% হারে অবচয় (Depreciation cost) বাদ দিয়ে অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধ করে নীতিমালার "ঘ" ফরম অনুযায়ী গাড়ির বন্ধক কাল শেষ হবে। ক্রয়কৃত সকল গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর থেকেই [(বন্ধকী ফরম)("গ" ফরম) স্বাক্ষরের তারিখ হতে] অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন। তবে এ নীতিমালা জারির পূর্বে গৃহীত সুদমুক্ত ঋণের অর্থে ক্রয়কৃত Brand New গাড়ির ক্ষেত্রে প্রথম বছর হতে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

(২) অবচয় সুবিধা সর্বোচ্চ ০৮ বছর প্রদানের ক্ষেত্রে এল.পি.আর সময় পর্যন্ত হিসাব করা যাবে। কোনো কর্মকর্তা অভোগকৃত অবসর প্রস্তুতিমূলক ছুটি (এল.পি.আর) স্থগিত/বাতিলের শর্তে চুক্তিভিত্তিক বা অন্য কোনো ব্যবস্থাপনায় রাষ্ট্রের/ সরকারের কোনো পদে নিয়োজিত হলে এল.পি.আর সময়ে অবচয় সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

২০। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**—সংশোধিত এ নীতিমালার কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকলে বা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা দেখা দিলে সরকার গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তা দূরীকরণের ব্যবস্থা নিতে পারবেন। এ বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রদত্ত ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ইকবাল হোসেন
উপসচিব।

পরিশিষ্ট–"ক"

বরাবর
সিনিয়র সচিব/সচিব
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
গণভবন কমপ্লেক্স, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

মাধ্যম: যথাযথ কর্তৃপক্ষ।

বিষয়: প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তা হিসেবে মোটরগাড়ি ক্রয়ের সুদমুক্ত ঋণের আবেদন।

মহোদয়,

সবিনয় নিবেদন এই যে, আমি সার্বক্ষণিক গাড়ি ব্যবহারের একজন প্রাধিকারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। আমি সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর গাড়ি সুবিধা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নই। প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ির সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত) অনুযায়ী আমি মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য.....(কথায়)..... টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। নিম্নে আমার প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী সদয় বিবেচনার জন্য পেশ করলাম:-

১। নাম ও পরিচিতি নম্বর :

২। জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর :

৩। পদবি :

৪। কর্মস্থল :

৫। জন্ম তারিখ :

৬। চাকরিতে যোগদানের তারিখ :

৭। প্রাধিকার অর্জনের তারিখ :

৮। এল.পি.আর শুরুর তারিখ :

৯। মূল বেতন :

১০। ইতঃ পূর্বে গৃহীত অগ্রিম সংক্রান্ত তথ্য :

(গৃহনির্মাণ/মোটর সাইকেল/কম্পিউটার)

অগ্রিমের নাম	মঞ্জুরের তারিখ	অগ্রিমের পরিমাণ	কিস্তির পরিমাণ	অপরিশোধিত টাকার পরিমাণ	অগ্রিম সম্পূর্ণ পরিশোধের নির্ধারিত তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭

১১। সুদমুক্ত ঋণ পরিশোধ সংক্রান্ত:

প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণের পরিমাণ	কত কিস্তিতে পরিশোধ করতে ইচ্ছুক	চাকরিরত অবস্থায় পরিশোধ সম্ভব না হলে অগ্রিম সমন্বয় পদ্ধতি	মন্তব্য
১	২	৩	৪

১২। গাড়ি ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য :

(ক) সরকারি বা নিজস্ব বাহিনীর/

.....সংস্থার গাড়ি ব্যবহার করি/না :

(খ) গাড়ি নম্বর.....(গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে) :

(গ) গাড়ি ব্যবহারের সময় :

১৩। আমি এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, প্রার্থিত সুদমুক্ত ঋণ মোটরগাড়ি ক্রয় ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করব না। গাড়ি ক্রয়, রেজিস্ট্রেশন, বীমা ও এতদ্‌সংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাদি বাবদ ব্যয় করার পর অব্যয়িত অর্থ থাকলে তা চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে এবং "গ" ফরম (বন্ধকী ফরম) স্বাক্ষরের পূর্বে সরকার বরাবর ফেরত প্রদান করব। এর ব্যত্যয় হলে চুক্তি সম্পাদনের ৯০ (নব্বই) দিনের পর হতে অব্যয়িত অর্থের উপর শতকরা ১৫ (পনের) টাকা হারে জরিমানা প্রদান করতে বাধ্য থাকব।

আপনার অনুগত-

স্থান: স্বাক্ষর:

নাম:

তারিখ: পদবি:

ঠিকানা:

মোবাইল নম্বর:

ই-মেইল

১৩। ঊর্ধ্বতন অফিসারের সুপারিশ-

স্বাক্ষর:

নাম:

পদবি:

ঠিকানা:

পরিশিষ্ট–"খ"

চুক্তিনামা

মোটরগাড়ি ক্রয়ের জন্য সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে চুক্তি সম্পাদনের ফরম..... সালের..... মাসের.....তারিখে একপক্ষে..... (পরবর্তীকালে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত যা তাঁর আইনগত প্রতিনিধি এবং স্বত্বনিয়োগীকে বুঝাবে) এবং অপরপক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

যেহেতু অগ্রিম গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত) অনুসারে (পরবর্তীতে সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন আদেশ হিসেবে অভিহিত) মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য .....টাকা ঋণের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেছেন এবং সরকার পরবর্তীতে বর্ণিত শর্তাবলীতে এ ঋণ প্রদানে সম্মত হয়েছে।

সুতরাং এতদ্বারা উভয়পক্ষ এ মর্মে সম্মত হচ্ছেন যে, সরকার কর্তৃক সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতাকে.....টাকা প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে (ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা যার প্রাপ্তি স্বীকার করলেন), ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে সম্মত হলেন যে,

(১) প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত) মতে মাসিক বেতন বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে এ ঋণের অর্থ ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জসহ ১২০টি সমান কিস্তিতে তিনি পরিশোধ করবেন এবং এ কর্তন করার জন্য তিনি এতদ্বারা সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করলেন;

(২) এ চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে অনধিক ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তিনি এ ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ মোটরগাড়ি ক্রয় ও

রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি খরচ সম্পন্ন করার জন্য ব্যয় করবেন এবং প্রকৃত মূল্য ও রেজিস্ট্রেশন খরচ ইত্যাদি যদি ঋণ অপেক্ষা কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থ ১৫(পনের) দিনের মধ্যে সরকারকে ফেরত দিবেন; এবং

(৩) প্রদত্ত ঋণ ও তজ্জনিত জরিমানার টাকার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) জামানত হিসেবে প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২২ (সংশোধিত) এ বর্ণিত "বন্ধকী" ফরমে মোটর গাড়িটি সরকারের নিকট দায়বদ্ধ করবেন।

এবং সর্বশেষ তাও সম্মত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, যদি মোটরগাড়ি উপর্যুক্ত মতে এ দলিল স্বাক্ষরের ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে ক্রয় ও দায়বদ্ধ করা না হয়, অথবা ঋণ গ্রহীতা দেউলিয়া হন বা সরকারের চাকরি ত্যাগ করেন, বার্ধ্যতামূলক অবসর গহণ অথবা যে কোনো কারণে চাকরির অবসান বা মৃত্যুবরণ করেন তাহলে ঋণের সম্পূর্ণ অর্থ এবং তার সঞ্চিত জরিমানা ও সার্ভিস চার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অবিলম্বে পাওনা পরিশোধ করবেন।

উপরে বর্ণিত সমুদয় বয়ানের সাক্ষ্য স্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছর ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর করলেন।

নিম্নেবর্ণিত সাক্ষীগণের সম্মুখে স্বাক্ষর করলেন :-

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ

সীল

মোবাইল-

ই-মেইল-

১ম সাক্ষী:

স্বাক্ষর:.....

নাম: .....

ঠিকানা:.....

পেশা:.....

মোবাইল নম্বর:.....

ই-মেইল:.....

২য় সাক্ষী:

স্বাক্ষর:.....

নাম: .....

ঠিকানা:.....

পেশা:.....

মোবাইল নম্বর:.....

ই-মেইল:.....

সরকারি প্রতিনিধির স্বাক্ষার ও তারিখ, সীল

পরিশিষ্ট.."ক"

মোটর গাড়ি ঋণের জন্য "বন্ধকী" ফরম

এ চুক্তিপত্র.....সালের.....মাসের .....তারিখে এক পক্ষে ..... (পরবর্তীতে ঋণ গ্রহীতা হিসেবে অভিহিত) এবং অপর পক্ষে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অভিহিত) এর মধ্যে সম্পাদিত হলো।

যেহেতু, সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা (পরবর্তী সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা হিসেবে অভিহিত) অনুসারে মোটর গাড়ি ক্রয় করার জন্য ..... টাকা ঋণ মঞ্জুরির আবেদন করেছেন এবং তা মঞ্জুর করা হয়েছে।

এবং যেহেতু বর্ণিত ঋণ মঞ্জুরির অন্যতম শর্ত এই যে, প্রদত্ত ঋণের জামানত হিসেবে ঋণ গ্রহীতা সরকারের নিকট এ মোটরগাড়ি দায়বদ্ধ করবেন।

এবং যেহেতু ঋণ গ্রহীতা প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ বা তার অংশ বিশেষ দ্বারা অংশ বিশেষ দ্বারা মোটর গাড়ি ক্রয় করেছেন যার বিশদ বর্ণনা নিম্নে লিপিবদ্ধ তফসিলে উদ্বৃত হলো:

সুতরাং এ চুক্তিপত্রের ভাষ্য এই যে, বর্ণিত চুক্তি অনুসারে এবং পূর্বোক্ত বিষয়সমূহের বিবেচনায় ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে সরকারের সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে, তিনি সরকারকে..... টাকা এবং উক্ত অর্থের উপর ১% (এক শতাংশ) সার্ভিস চার্জ প্রদান করবেন অথবা এ চুক্তির তারিখে যে পরিমাণ পাওনা অবশিষ্ট আছে, তা কিস্তির সিডিউল মোতাবেক সমান কিস্তিতে মাসের প্রথম দিনে প্রদান করবেন এবং বর্ণিত সদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে এ সময়ে পাওনা অর্থের উপর সঞ্চিত জারমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান করবেন এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও সম্মতি দিচ্ছেন যে, বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ ও গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে প্রদেয় এ অর্থ তাঁর মাসিক বেতনের বিল হতে কর্তনের মাধ্যমে আদায় করা হবে এবং চুক্তির আরো শর্ত অনুসারে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা এতদ্বারা এ মোটরগাড়ি বর্ণিত সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা অনুসারে বর্ণিত ঋণ এবং তার উপর সঞ্চিত জরিমানা জামানত হিসেবে সরকার বরাবর এর স্বত্ব ন্যস্ত এবং হস্তান্তর করলেন। গাড়ির ফিটনেস, বীমা,ট্যাক্স টোকেন ও রেজিস্ট্রেশনের মূল কপির ফটোকপি উভয় পক্ষ কর্তৃক সত্যায়িত করে সরকার বরাবর জমা রাখলেন, তবে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির লক্ষ্যে না-দাবী গ্রহণ ও বন্ধকী অবমুক্তির সময়ে বন্ধককৃত গাড়ির হালনাগাদ ফিটনেস, ট্যাক্স টোকেন, বীমা এবং রেজিস্ট্রেশন/ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশনের মূল কপি শাখা কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন সাপেক্ষে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরির না-দাবীসহ গাড়িটি "ঘ" ফরমের মাধ্যমে "বন্ধকী" অবমুক্তি পত্র গ্রহণ করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হয়ে ঘোষণা দিচ্ছেন যে, তিনি বর্ণিত মোটর গাড়ির ক্রয়মূল্য পূর্ণভাবে পরিশোধ করেছেন ও তা সম্পূর্ণভাবে তার নিজস্ব সম্পত্তি এবং তিনি তা কোথাও বন্ধক দেননি এবং বর্ণিত ঋণ বাবদ সরকারকে যে পর্যন্ত কোনো অর্থ প্রদেয় থাকে সে পর্যন্ত তিনি সরকারের অনুমতি ব্যতীত এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক বা তার দখল ত্যাগ করবেন না এবং মোটরগাড়ির মালিকানা হস্তান্তর করবেন না। এখানে আরও উল্লেখ করা যায় এবং ইহা স্বীকৃত ও ঘোষিত হচ্ছে যে, যদি কোনো মূল কিস্তি, সার্ভিস চার্জের কিস্তি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অথবা মূল কিস্তির উপর জরিমানা বাবদ (প্রযোজ্য ক্ষেত্র) পূর্বে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে পাওনা হওয়ার দশ দিনের মধ্যে প্রদত্ত না হয় বা আদায় না হয় অথবা ঋণ গ্রহীতা মৃত্যুবরণ করেন বা কোনো সময়ে চাকরিতে না থাকেন অথবা যদি ঋণ গ্রহীতা এ সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক দেন অথবা দেউলিয়া হন অথবা তাঁর পাওনাদারের সঙ্গে কোনো ব্যবস্থায় উপনীত হন অথবা কোনো ব্যক্তি ঋণ গ্রহীতার বিরুদ্ধে ডিক্রি জারি বা রায় কার্যকর করেন, তবে তখন পর্যন্ত সমুদয় পাওনার অনাদায়কৃত অংশ এবং পূর্বে বর্ণিত মতে ধার্যকৃত জরিমানা তাৎক্ষণিকভাবে প্রদানযোগ্য হবে।

এবং এ মর্মে স্বীকৃত হওয়া যাচ্ছে এবং ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, পূর্বে বর্ণিত কোনো একটি ঘটনা ঘটলে সরকার বর্ণিত মোটর গাড়ি বাজেয়াপ্ত করে তার মালিকানা গ্রহণ করবেন এবং তা স্থানান্তর না করে তার মালিকানায় থাকবেন অথবা তা স্থানান্তর করে খোলা নিলামে অথবা ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে চুক্তি করে বিক্রয় করবেন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ হতে ও ঐ সময় পর্যন্ত সঞ্চিত জরিমানা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) হতে সে সময় পর্যন্ত অপরিশোধিত ঋণ পরিশোধের জন্য এবং এ চুক্তির অধীন তার অধিকার সংরক্ষণের জন্য বা আদায়ের জন্য এবং উদ্ধার করার জন্য সমুদয় ব্যয় এবং সকল প্রকার দায় মিটানোর জন্য ব্যবহার করবেন এবং এর অতিরিক্ত কোনো অর্থ থাকলে ঋণ গ্রহীতা, তাঁর উইল নির্বাহক, প্রশাসক বা ব্যক্তিগত প্রতিনিধিকে প্রদান করবেন।

আরও শর্ত থাকে যে, বর্ণিত মোটর গাড়ির স্বত্ব গ্রহণ এবং বিক্রয়ের ক্ষমতা, সরকার কর্তৃক বিক্রয়লব্ধ নীট অর্থ যদি পাওনা হতে কম হয় তবে অবশিষ্ট অর্থের জন্য ঋণ গ্রহীতা অথবা তার ব্যক্তিগত প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা করার অধিকার ক্ষুণ্ন করবে না।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরও স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যতদিন সরকার তাঁর নিকট কোনো অর্থ পাওনা থাকবে ততদিন ঋণ গ্রহীতা কোনোরূপ অগ্নি, চুরি বা দুর্ঘটনার কারণে ক্ষতি বা হানির জন্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বীমা কোম্পানিতে বীমা করবেন।

এবং ঋণ গ্রহীতা এ মর্মে আরো স্বীকৃত হচ্ছেন যে, যুক্তিসঙ্গত ক্ষয় ও অপচয়ের কারণে যতটুকু অবনতি হওয়া গ্রহণযোগ্য, তা অপেক্ষা মোটরগাড়ির কোনো অতিরিক্ত ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট ঘটাবেন না।

এবং যদি কোনো ক্ষতি বা দুর্ঘটান হয়ে থাকে তবে ঋণ গ্রহীতা অবিলম্বে তা মেরামত করাবেন ও ক্ষতিপূরণ করবেন।

উপরে বর্ণিত ভাষ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ ঋণ গ্রহীতা উল্লিখিত বছরে ও তারিখে স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করলেন।

মোটর গাড়ির বিবরণ:

প্রস্তুতকারীর নাম:

বর্ণনা:

সিলিন্ডারের সংখ্যা:

ইঞ্জিন নম্বর:

চেসিস নম্বর:

ক্রয়মূল্য:

.....এর উপস্থিতিতে সুদমুক্ত ঋণ গ্রহীতা .....স্বাক্ষর করলেন।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও তারিখ

সীল

ঋণ গ্রহীতার স্বাক্ষর ও তারিখ

সীল

পরিশিষ্ট-'খ'

বন্ধক অবমুক্তির প্রত্যয়নপত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, নাম .....পদবি..... কর্মস্থল:.....প্রাধিকারপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকর্তাদের সুদমুক্ত ঋণ এবং গাড়ি সেবা নগদায়ন নীতিমালা, ২০২২(সংশোধিত) এর আওতায় গাড়ি ক্রয়ের জন্য গত..... তারিখে.....টাকা সুদমুক্ত ঋণ গ্রহণ করেন। তিনি গৃহীত ঋণের অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত.....নং গাড়িটি সরকার বরাবর..... তারিখে বন্ধক রাখেন। তিনি/তাঁর পক্ষে (মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে পেনশন গ্রহণকারী) জনাব/বেগম..... তারিখে সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেছেন বিধায় অদ্য..... তারিখে তাঁর বন্ধককৃত.....নম্বর গাড়িটি অবমুক্ত করা হলো।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার স্বাক্ষর

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৭ চৈত্র ১৪২৮/২১ মার্চ ২০২২

নং **২৩.০০.০০০০.০৬০.১১.০১০.২০.১৮৭**—বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ইন্সট্রাক্টর সাব লেফ্‌টেন্যান্ট সৈয়দ মোঃ দেলোয়ার হোসাইন, বিএন (পি নং ৩৫৫১)-কে নৌবাহিনী অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর ধারা ১৭(১) এবং নৌবাহিনী প্রবিধান, ১৯৮১ এর অনুচ্ছেদ ০৮০১(এফ) অনুযায়ী প্রশাসনিক আদেশে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর চাকরি থেকে বরখাস্ত (Dismissal from the Service) করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোঃ ফরহাদ হোসেন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২২ মে ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **০১৮/২০২২/কাস্টমস/১৭২**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, ঢাকায় অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-১৭৪১/কাস-এসবিডব্লিউ/২০১৫, তারিখ ০৬-১২-২০১৫ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে

২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র. নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য সুপারিশ (মার্কিন ডলার)
১.	টোব্যাকো	১,০৩,০০০.০০
২.	লিকার	১৫,০০০.০০
৩.	টয়লেট্রিজ	১৪,০০০.০০
৪.	কনফেকশনারী	১০,৫০০.০০
	সর্বমোট =	**১,৪২,৫০০.০০ (এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশত মা. ডলার**

নং **০১৯/২০২২/কাস্টমস/১৭১**।—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক হযরত শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম-এ অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩)কাবক/চট্টঃ/বন্ড(শুল্ক বিপনী)/লাইঃ/০২/২০১৯, তারিখ : ১৩-০৩-২০১৯ খ্রিঃ) নামীয় শুল্কমুক্ত বিপণীর অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র. নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২১-২০২২ অর্থবছরের জন্য সুপারিশ (মার্কিন ডলার)
১.	Cigarettes & Tobacco	১,২৫,০০০.০০
২.	Alcoholic Bevrage (Liquor, Beer, Wine)	২৫,০০০.০০
৩.	Cosmetic and Toiletries	৫০,০০০.০০
৪.	Beverage (Non-alcoholic), Confectionary, Elcctronics, Gift Item.	৫০,০০০.০০
	সর্বমোট =	**২,৫০,০০০.০০ (দুই লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার মা. ডলার)**

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে

মোঃ মশিয়ার রহমান মন্ডল
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)
এডিবি-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৭ মে ২০২২

নং **০৯.০০.০০০০.১২৫.১৪.০১৫.২১-২০৬**—এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)-এর সঙ্গে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িতব্য Emergency Assistance Project-Additional Financing- শীর্ষক প্রকল্পের লোন নেগোসিয়েশনের জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল গঠন করা হল :

(ক)	ড. পিয়ার মোহাম্মদ, অতিরিক্ত সচিব ও অনুবিভাগ প্রধান (এডিবি), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	দলনেতা
(খ)	জনাব পরিমল সরকার, যুগ্মসচিব (এডিবি-১ অধিশাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	সদস্য
(গ)	জনাব মোঃ মাহবুবের রহমান, যুগ্ম-সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।	”
(ঘ)	জনাব মোঃ আতাউর রহমান, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চট্টগ্রাম জোন), সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর।	”
(ঙ)	জনাব তুষার মোহন সাধু খাঁ, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।	”
(চ)	জনাব সৈয়দ আশরাফুজ্জামান, উপসচিব (ফাবা-১ অধিশাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	”
(ছ)	ড. মোঃ তৈয়বুর রহমান, পরিচালক (উপসচিব), বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ।	”
(জ)	জনাব মোঃ আল-আমিন সরকার, উপসচিব (পরিকল্পনা-১), স্থানীয় সরকার বিভাগ।	”
(ঝ)	মোসাঃ রাবেয়া আকতার, উপসচিব (এডিবি-৩ অধিশাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	”
(ঞ)	জনাব মীর্জা মোহাম্মদ আলী রেজা, উপপ্রধান (উপসচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	”
(ট)	জনাব প্রকাশ চন্দ্র বিশ্বাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পরিকল্পনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।	”
(ঠ)	জনাব মোঃ ওয়ালীউল হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব (এডিবি-৩ শাখা), অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ।	”
(ড)	জোবায়দা নাহার, দ্বিতীয় সচিব (মূসক বাস্তবায়ন সেবা ও আবগারী), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।	”
(ঢ)	জনাব মলয় কুমার চক্রবর্তী, প্রকল্প পরিচালক, জরুরি সহায়তা প্রকল্প (এলজিইডি অংশ)	”
(ণ)	জনাব আব্দুল হালিম খান, প্রকল্প পরিচালক, জরুরি সহায়তা প্রকল্প (ডিপিএইচই অংশ)	”
(ত)	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	”
(থ)	প্রতিনিধি, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ।	”

২। **নেগোসিয়েশনের তারিখ, সময় ও স্থান :**

তারিখ	সময়	স্থান
১৮ মে ২০২২	দুপুর ০১.০০টা	এনইসি-২ সম্মেলন কক্ষ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন চত্বর, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

৩। লোন নেগোসিয়েশনের জন্য উপরে বর্ণিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সকল সদস্য যথাসময়ে নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ওয়ালীউল হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
হজ-১ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২৯ বৈশাখ ১৪২৯/১২ মে ২০২২

নং **১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৬.১৯.৪৩৫**—ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১১-০৫-২০২২ তারিখের ১৬.০০.০০০০.০০৩.১৮.০০৬.১৯.৪২১ নম্বর বিজ্ঞপ্তির অনুবৃত্তিক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, বেসরকারি এজেন্সির নিবন্ধিত হজযাত্রীগণকে নিজ নিজ এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করে এজেন্সি কর্তৃক ঘোষিত প্যাকেজ (সরকারি ব্যবস্থাপনার প্যাকেজ-২ এর নিম্নে নয়) মূল্য দ্রুত পরিশোধ করে হজ ২০২২ এর নিবন্ধন/PID গ্রহণ করতে হবে **[বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৩(ঘ)]**। সে ক্ষেত্রে এর নিবন্ধন/PID গ্রহণকালে মোট জমাযোগ্য অর্থের পরিমাণ হয় (বিমান ভাড়া+সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ব্যয় (মোয়াল্লেম ফি)+জমজম পানি+ভিসা ফি+ইন্সুরেন্স ফি) বা (১,৪০,০০০+৪২,৬৩৫.৫৬+২৯১.৬০+৮৩৮৩.৫০+২৬৭৩) = ১,৯৩,৯৮৩.৬৬ (এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত তিরাশি টাকা ছেষট্টি পয়সা) টাকা। তন্মেধ্যে হজ প্যাকেজ-২০২২ এ ৩.৩ অনুচ্ছেদ মোতাবেক পূর্বে জমাকৃত (যা IBAN এ সৌদি আরবে প্রেরণের জন্য এজেন্সিভিত্তিক হজযাত্রীর সংখ্যার বিপরীতে মন্ত্রণালয় হতে ফেরত প্রদান করা হবে) অর্থের পরিমাণ = ২৫,৭৮৬.৭১ (পঁচিশ হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা একাত্তর পয়সা) টাকা। ২০২০ সালে নিবন্ধনকালে জমাকৃত ১,৫১,৯৯০.০০ (এক লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত নব্বই) টাকার সাথে উক্ত ২৫,৭৮৬.৭১ (পঁচিশ হাজার সাতশত ছিয়াশি টাকা একাত্তর পয়সা) টাকা মিলে জমাকৃত মোট টাকার পরিমাণ (২৫,৭৮৬.৭১+১,৫১,৯৯০) = ১,৭৭,৭৭৬.৭১ (এক লক্ষ সাতাত্তর হাজার সাতশত ছিয়াত্তর টাকা একাত্তর পয়সা) টাকা। এ অর্থ সমন্বয়ের পর এক্ষণে জমাযোগ্য অবশিষ্ট অর্থের পরিমাণ (১,৯৩, ৯৮৩.৬৬—১,৭৭,৭৭৬.৭১) = ১৬,২০৬.৯৫ (ষোল হাজার দুইশত ছয় টাকা পঁচানব্বই পয়সা) টাকা। উক্ত ১৬,২০৬.৯৫ (ষোল হাজার দুইশত ছয় টাকা পঁচানব্বই পয়সা) টাকা জমা প্রদান করে নিবন্ধন সম্পন্ন বা PID গ্রহণ করতে পারবেন।

০২। বেসরকারি ব্যবস্থাপনাধীন বিদ্যমান নিবন্ধিত ব্যক্তিগণের মধ্যে অপারগ বা অনিচ্ছুক ব্যক্তির নির্ধারিত কোটা পূরণের ক্ষেত্রে প্রাক-নিবন্ধিত ব্যক্তির নিবন্ধনকালে ১,৯৩,৯৮৩.৬৬ (এক লক্ষ তিরানব্বই হাজার নয়শত তিরাশি টাকা ছেষট্টি পয়সা) টাকা সংশ্লিষ্ট এজেন্সির নিবন্ধ কাজে ব্যবহৃত ব্যাংক একাউন্টে জমা প্রদান করতে হবে।

০৩। সংশ্লিষ্ট এজেন্সির একাউন্টে জমাকৃত এ টাকা বিমান ভাড়া খাতে পে-অর্ডারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্স বরাবর পরিশোধ করা ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে/খাতে এবং সৌদি আরবে প্রদেয় বিভিন্ন সার্ভিস চার্জ ও পরিবহন ফি, ভিসা ফি, ইন্সুরেন্স ফি ইত্যাদি বাবদ জমাকৃত অর্থ IBAN এর মাধ্যমে পরিশোধ ব্যতীত অন্যভাবে উত্তোলন করা যাবে না। নিবন্ধনের জন্য টাকা গ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ এটি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করবে। একই সাথে এজেন্সির সাথে হজযাত্রীর চুক্তি অনুযায়ী প্যাকেজে বর্ণিত অবশিষ্ট অর্থ জমা প্রদান করে নিবন্ধন কার্যক্রম/PID গ্রহণ কার্যক্রম নিষ্পন্ন করবে।

০৪। বেসরকারি এজেন্সির ৬৫ বছরের ঊর্ধ্ব বয়স্ক হজযাত্রীর পরিবর্তে প্রথমে তার পরিবারের সদস্য এরপর স্ব স্ব এজেন্সির মধ্যে প্রাক-নিবন্ধিত হজযাত্রীগণ নিবন্ধনের সুযোগ পাবেন।

০৫। প্রত্যেক হজ এজেন্সির স্বত্বাধিকারী/ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ব্যবস্থাপনা অংশীদার/ক্ষমতাপ্রাপ্ত অংশীদার/পরিচালক এবং হজযাত্রী পরস্পর চুক্তি সম্পাদন করবেন। চুক্তির মূলকপি হজযাত্রীকে প্রদান করতে হবে, ১ কপি এজেন্সি অফিসে রাখতে হবে এবং ১ কপি হজ অফিস, ঢাকায় সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করতে হবে। হজযাত্রীকে সরাসরি এজেন্সির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এজেন্সির সংশ্লিষ্ট ব্যাংক Account এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন করতে হবে।

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব।

আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ : ০৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৭ মে, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **আর-৬/৭এন-৩৭/২০২২-২৩৩**—The Notaries Ordinance, 1961 (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ০৩ ধারায় অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য অ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান, পিতা-মৃত আব্দুল হাফিজ-কে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী হিসেবে কার্য সম্পাদনের

নিমিত্ত এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ০৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য নোটারীরূপে নিয়োগ দান করা হইল :

(ক) যদি তিনি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে কাজ করিতে চান, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস পূর্বে, তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশ এর ৫(২) ধারার অধীনে আবেদনপত্র পেশ করিবেন।

(খ) The Notaries Rules, 1964-এর ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতি বৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ মোঃ সালাউদ্দিন খাঁ
উপসচিব (রেজিস্ট্রেশন)।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ/৩০ মার্চ ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.১৪০.১০.৮৪**—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144(7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জে এল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	বড় আলমপুর	৮৭	১৩৯৪	পীরগঞ্জ	রংপুর
২	নিয়ামতপুর	১৭০	২১৫	পীরগঞ্জ	রংপুর
৩	ধুলগাড়ী	১৭৬	৩৯২	পীরগঞ্জ	রংপুর
৪	মকিমপুর	১৮৬	৪২৫	পীরগঞ্জ	রংপুর
৫	দুরাপুর মিঠাপুর	২২৯	১১৭৭	পীরগঞ্জ	রংপুর
৬	ফতেপুর নন্দরাম	২৩১	২৬৫	পীরগঞ্জ	রংপুর
৭	সরোলিয়া	২৬৮	২৯৮	পীরগঞ্জ	রংপুর
৮	দক্ষিণ গোমনাতি	১৩	১২০২	ডোমার	নিলফামারী
৯	শোভানগঞ্জ বালাপাড়া	৯	৯০৯	ডিমলা	নিলফামারী
১০	নটাবাড়ী	৩৯	৭৮৩	ডিমলা	নিলফামারী
১১	ডালিয়া	৪৬	২১২৮	ডিমলা	নিলফামারী
১২	দুন্দীবাড়ী	৪৮	১৩৪১	জলঢাকা	নিলফামারী
১৩	খুলিয়াতারী	৬৭	৫৪৪	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
১৪	হাড়িডাঙ্গা	৬৯	৫৪৫	রাজারহাট	কুড়িগ্রাম
১৫	বোয়াইলমন ফেচকা	২২	২৯৯	চিলমারী	কুড়িগ্রাম
১৬	দক্ষিণ তিলাই	১৮	১৯১০	ভুরুঙ্গামারী	কুড়িগ্রাম
১৭	চর বলদিয়া	৬২	১১১৮	ভুরুঙ্গামারী	কুড়িগ্রাম
১৮	সাতালস্কর	৪৮	৫৩০	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
১৯	হাতিয়া বকসী	১২৮	৮৭৪	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২০	নামাজের চর	১৪৭	১০৯৮	উলিপুর	কুড়িগ্রাম
২১	কিসমত মালিবাড়ী ধর্ম্মপুর	৭	১১৩৪	গাইবান্ধা সদর	গাইবান্ধা
২২	তালুক সর্ব্বানন্দ	১৪	২০৯২	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৩	লাটশালা	৩১	১২০৯	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৪	পাঁচগাছি শান্তিরাম	৫৫	২১১৯	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৫	খামার ধুবনী	৫৬	১১৬৬	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৬	দক্ষিণ মরুয়াদহ	৮১	৩২৮৫	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৭	উত্তর মরুয়াদহ	৮২	২২৮৬	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা

২৮	ভাটী বুড়াইল	১১০	৫১৪	সুন্দরগঞ্জ	গাইবান্ধা
২৯	তালুক রহিমাপুর	১১৫	৩০৪	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩০	নরঙ্গাবাদ	১১৯	৬২৯	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩১	উত্তর ছয়ঘরিয়া	১৭৪	২০০	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩২	ছোট অভিরামপুর	২১৩	৭৩৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৩	লোনতলা	২১৪	১০১৭	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৪	তাজপুর	২৩২	৬১৪	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৫	মাগুরা	২৫১	৫৭৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৬	মালঞ্চ	২৫৩	৬১১	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৭	মেকুরাই	২৫৭	৫৭৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৮	বারনা চন্দ্রশেখর	২৬১	৯৬৬	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা
৩৯	হিয়াতপুর	৩৩২	৫৭৮	গোবিন্দগঞ্জ	গাইবান্ধা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন অধিশাখা-৫

অফিস আদেশ

তারিখ : ২৪ চৈত্র ১৪২৮/০৭ এপ্রিল ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৭.১৭-১৩৬**—যেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ নাজমুল করিম তালুকদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ফেনী গণপূর্ত বিভাগে কর্মরত অবস্থায় ০৪-১২-২০১৬ হতে ১৮-১২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এবং ১৬-০২-২০১৭ হতে ০৪-০৪-২০১৭ তারিখ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। এছাড়া, আগস্ট ২০১৭ মাসের ২১ (একুশ) কর্মদিবসের মধ্যে ১২ (বার) কর্মদিবস এবং সেপ্টেম্বর ২০১৭ মাসের ২০ তারিখ পর্যন্ত ১৩ (তের) কর্মদিবসের মধ্যে ০৫ (পাঁচ) কর্মদিবস কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। আপনার অনিয়মিত উপস্থিতির জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী, ফেনী গণপূর্ত বিভাগ হতে আপনাকে কৈফিয়ত তলব করা হয়। আপনার প্রদত্ত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা গণপূর্ত সার্কেল হতেও আপনাকে পুনরায় কারণ দর্শানো হয়। এক্ষেত্রে, আপনি কোনো জবাব দাখিল করেননি;

০২। যেহেতু, আপনি বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থেকেও অনুপস্থিতকালীন দিনগুলোর বেতন বিল উত্তোলন করে সরকারি অর্থ অপচয় করেন এবং বেতন বিলে মিথ্যা প্রত্যয়নপত্র প্রদান করেন। সে কারণে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) পরিবর্তিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৬-০২-২০১৮ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২৭.১৭-৭৮ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক আপনাকে প্রথম কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

০৩। যেহেতু, আপনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেননি এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে সুষ্ঠু তদন্তের আবশ্যকতা প্রতীয়মান হওয়ায় জনাব অনিমেষ সোম, সিনিয়র সহকারী প্রধান, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এবং "পলায়ন" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে ২১-০৮-২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। পরবর্তীতে আরো অধিকতর তদন্তের জন্য জনাব মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান হাবিব, উপসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে পুন: তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (বি) পরিবর্তিত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে ১২-১২-২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

০৪। যেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ নাজমুল করিম তালুকদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ফেনী গণপূর্ত বিভাগের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও দাখিলকৃত লিখিত জবাব পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়;

০৫। সেহেতু, আপনি জনাব মোহাম্মদ নাজমুল করিম তালুকদার, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ফেনী গণপূর্ত বিভাগ, ফেনী এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০২/২০১৮ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ঘ) মোতাবেক লঘুদণ্ড হিসেবে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দন্ড প্রদান করা হলো।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১২ বৈশাখ ১৪২৯/২৫ এপ্রিল ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৪৪০**—ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর থানার মামলা নং-১২, তারিখ: ১২-১১-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২) (ঈ)৮/৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪২৯/২৬ এপ্রিল ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৪৪১**—ময়মনসিংহ জেলার ধোবাউড়া থানার মামলা নং-১০, তারিখ: ২২-০৯-২০২০ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)(ঈ)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০১.১৯.৪৪২**—ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা থানার মামলা নং-২২, তারিখ: ২৭-১১-২০১৯ খ্রিঃ-এ ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(ই)/৮/৯/১০/১২/ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪২৯/২৪ এপ্রিল ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১২.২০২২-১৩৬**—যেহেতু, ফৌজদারী মামলায় জব্দকৃত আলামত হিসেবে একটি প্রাইভেট কার থানার দৈনন্দিন অভিযানে অননুমোদিতভাবে ব্যবহার করে দুর্ঘটনায় পতিত হন যাতে আলামতটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সঙ্গীয় কোর্সসহ আহত হওয়ার অভিযোগে জনাব মোঃ হাসিবুল্লাহ, (বিপি-৮০০৮১২৬৩৪৯) (সাবেক সিরাজগঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানার সাবেক নিরস্ত্র পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) (বর্তমানে কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, সিরাজগঞ্জ জেলা এর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় সকল প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক ৩ বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দন্ড প্রদান করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তা সিনিয়র সচিব জননিরাপত্তা বিভাগ বরাবরে আপিল দায়ের করেন। তদপ্রেক্ষিতে গত ১৫-০২-২০২২ তারিখে এক শুনানী অনুষ্ঠিত হয়।

০২। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপীর শুনানী ও উভয় পক্ষের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলেও দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং

০৩। সেহেতু, মোঃ হাসিবুল্লাহ, (বিপি-৮০০৮১২৬৩৪৯) কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, সদর কোর্ট, সিরাজগঞ্জ জেলা ইতোপূর্বে বঙ্গবন্ধু সেতু পশ্চিম থানা, সিরাজগঞ্জ কে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক প্রদত্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ মাত্রাতিরিক্ত হওয়ায় দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০২ (দুই) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪২৯/২৬ এপ্রিল ২০২২

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৭.২০২১-১৪৩**—যেহেতু, জনাব মোঃ রওশন মোস্তফা, পিপিএম (বার) (বিপি-৬৫৮৮০৭৪১৪৫), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪র্থ এপিবিএন, নিশিন্দারা, বগুড়া হিসেবে কর্মকালে এসআই মোঃ আতাউর রহমান, নায়েক মোঃ আবুল ফজল, কনস্টেবল মোঃ তারিকুল, কনস্টেবল রনি ইসলাম এবং কনস্টেবল মোঃ শাহেদ মাহমুদ কর্তৃক সোর্স দ্বারা বাস এবং আটককৃত ব্যক্তিকে তল্লাশী করে তল্লাশী তালিকা প্রস্তুত না করে ভিকটিমকে পরীক্ষার জন্য বে-সরকারি ক্লিনিকে নিয়ে যায় এবং সোর্সের মাধ্যমে মোবাইলে ভিকটিমের বাবার নিকট টাকা চাওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ায় তিনিসহ তিন জনের সমন্বয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়। অনুসন্ধানকালে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুপারিশ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। অভিযুক্তগণের বিরুদ্ধে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় মামলা রুজুর পর তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে তিনি কনস্টেবল মোঃ তারিকুল, কনস্টেবল রনি ইসলাম এবং

কনস্টেবল মোঃ শাহেদ মাহমুদ এর বিরুদ্ধে তদন্ত শেষে অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া গেলেও বিভাগীয় মামলাগুলি নথিভুক্তের সুপারিশ করেন। উক্ত অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলায় এ বিভাগের গত ১৬-০৮-২০২১ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০২৭.২০২১-১৯৭ নম্বর স্মারকমূলে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি গত ২৬-০৯-২০২১ তারিখে উক্ত কারণ দর্শানোর জবাব প্রদানপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করেন;

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী ১৫-০২-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক আনীত অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা প্রতীয়মান হয়; এবং

০৪। সেহেতু, অপরাধের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিবেচনায় জনাব মোঃ রওশন মোস্তফা, পিপিএম (বার) (বিপি নং-৬৫৮৮০৭৪১৪৫), সহকারী পুলিশ সুপার, ৪র্থ এপিবিএন, নিশিন্দারা, বগুড়া কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২)(ক) বিধি মোতাবেক "তিরস্কার" দন্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০১২.২০২২-১৪৪**—যেহেতু, জনাব মোঃ মাহাব্বুর রহমান, (বিপি-৭৯০৬১০৮৫২৪), অফিসার ইনচার্জ, দর্শনা থানা, চুয়াডাঙ্গা ইতোপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), জেলা বিশেষ শাখা কুষ্টিয়া হিসেবে কর্মকালে চাকুরী প্রার্থী মোঃ সবুজ আলী (পিতা-মৃত নাঈম উদ্দিন, সাং-কাজীহাটা, থানা-ভেড়ামারা, জেলা-কুষ্টিয়া) এর পিভিআর সঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য তৎকালীন ওয়াচার কনস্টেবল ৭২৭ মোঃ মজিবুর রহমান কে নির্দেশনা প্রদান করেন। কনস্টেবল মজিবুর রহমান তার নির্দেশে গত ১৬-০৩-২০১৭ তারিখে উক্ত প্রার্থীর পিভিআর যাচাই বাবদ ৭০০ (সাতশত) টাকা অবৈধভাবে গ্রহণ করেন। যা প্রার্থী মোবাইলে ভিডিও ধারণ করেন। অভিযোগ অনুসন্ধানকালে অবৈধ আর্থিক লেনদেনে জড়িত থাকার অভিযোগে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলায় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক তাকে ৫ বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হয়েছে;

০২। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি আলোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলেও দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয় এবং

০৩। সেহেতু, জনাব মোঃ মাহাব্বুর রহমান, (বিপি-৭৯০৬১০৮৫২৪), অফিসার ইনচার্জ, দর্শনা থানা, চুয়াডাঙ্গা সাবেক পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র), হিসেবে জেলা বিশেষ শাখা কুষ্টিয়া কে পুলিশ অধিদপ্তর কর্তৃক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(ঘ) বিধি মোতাবেক প্রদত্ত ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ডাদেশ মাত্রাতিরিক্ত প্রতীয়মান হওয়ায় দণ্ডাদেশ হ্রাস করে একই বিধি মোতাবেক ০৩ (তিন) বছরের জন্য "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ভবিষ্যতে উক্ত মেয়াদের কোনো বকেয়া প্রাপ্য হবেন না।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মোঃ আখতার হোসেন
সিনিয়র সচিব।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়
জন বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ চৈত্র ১৪২৮/১২ এপ্রিল ২০২২

নং **০১.০০.০০০০.০০৯.০৪.০০৭.২১-১৫৯**—যেহেতু, মোঃ গোলাম হায়দার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, জন বিভাগ, রাষ্ট্রপতির কার্যালয় ১২-১১-২০১৮ খ্রিঃ তারিখের ০১.০০.০০০০.০১২.৪৭.০৩৩.১৭-২১৬ নং স্মারকমূলে জন বিভাগের কোটাভুক্ত পাইকপাড়াস্থ সি-শ্রেণির ৮৬/৭ নম্বর সরকারি বাসা বরাদ্দ নিয়ে সাবলেট দিয়েছেন যা বাংলাদেশ বরাদ্দ বিধিমালা, ১৯৮২ এর ১৪(১) বিধির পরিপন্থি। প্রাথমিক তদন্তে তার বিরুদ্ধে বরাদ্দকৃত সরকারি বাসা সাবলেট দেয়ার অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায় এবং এর প্রেক্ষিতে উক্ত বরাদ্দ বাতিল করা হয়। তার এ ধরনের কার্যকলাপ ও আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর আওতাভুক্ত অপরাধ হওয়ায় বিভাগীয় মামলা নম্বর ০০১/২০২২ রুজু করা হয়। তার নিকট ১৪-০২-২০২২ খ্রিঃ তারিখের ০১.০০.০০০০.০০৯.০৪.০০৭.২১-৫৩ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব চাওয়া হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে বলা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিল করেন। দাখিলকৃত জবাবে অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ জানান;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন এবং ২৪-০৩-২০২২ খ্রিঃ তারিখে গৃহীত ব্যক্তিগত শুনানিতে শর্তহীনভাবে তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি বাসা সাবলেট দেওয়ার অভিযোগ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা বিধিবহির্ভূতভাবে তার অনুকূলে বরাদ্দকৃত সরকারি বাসা সাবলেট দেন এবং তিনি লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে শর্তহীনভাবে কৃত অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

সেহেতু, মোঃ গোলাম হায়দার, প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে তার কৃত অপরাধের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর৭(২)(খ) অনুযায়ী লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন হবে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত বিধিমালার ৪(২)(ক) উপ-বিধি অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' করা হলো।

মোঃ এমদাদুল হক চৌধুরী
যুগ্মসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ০৮ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৬৫/৭৭(অংশ)-১১৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ ছুরত আলম আরমান, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৭৯ খ্রিঃ, পিতা: মনিরুল আলম, মাতা: সোনা মেহের, গ্রাম: হায়দর পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: চৌফলদন্ডী, উপজেলা: কক্সবাজার সদর, জেলা: কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ০১ নং চৌফলদন্ডী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

নং বিচার-৭/২এন-৬৫/৭৭(অংশ)-১১৮—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ রফিক উল্লাহ, জন্ম তারিখ: ১১-০২-১৯৮৫ খ্রিঃ, পিতা: আবু বকর, মাতা: আরেফা বেগম, গ্রাম: চাঁন্দুর পাড়া, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: ভারুয়াখালী, উপজেলা: কক্সবাজার সদর, জেলা: কক্সবাজার।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কক্সবাজার জেলার সদর উপজেলার ০২ নং ভারুয়াখালী ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১২ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৫ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৩২/৮৬(অংশ)-১২৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ সোলাইমান, জন্ম তারিখ: ০৫-০২-১৯৯৩ খ্রিঃ, পিতা: আব্দুল ছত্তার, মাতা: জান্নাতুল ফেরদৌস, গ্রাম: পাম্প হাউজ এলাকা, ডাকঘর: বড়ইছড়ি, ওয়ার্ড নং-০৮, উপজেলা: কাপ্তাই, জেলা: রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাপ্তাই উপজেলার ০৫ নং ওয়াগ্গা ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ০৮ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-৫৬/৮৭-১১৯—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ ছায়াদ বিন মায়ায, জন্ম তারিখ: ০১-১২-১৯৯৭ খ্রিঃ, পিতা: মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, মাতা: নাজমা বেগম, গ্রাম: গজিয়াপাড়া, ওয়ার্ড নং-০১, ডাকঘর: ফুলপুকুরিয়া, উপজেলা: গোবিন্দগঞ্জ, জেলা: গাইবান্ধা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ১২ নং গুমানীগঞ্জ ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ : ১১ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৪ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২এন-১২/৯৩-১২৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, জন্ম তারিখ: ০১-০১-১৯৮৬ খ্রিঃ, পিতা: মোঃ আবুল কাশেম, মাতা: কহিনুর বেগম, গ্রাম: কচুবাড়ী, ওয়ার্ড নং-০৫, ডাকঘর: কচুবাড়ী, উপজেলা: ঠাকুরগাঁও সদর, জেলা: ঠাকুরগাঁও।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ০৬ নং আউলিয়াপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক ও লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা-১৭

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৩ বৈশাখ ১৪২৯/২৬ এপ্রিল ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০৫৩.১৯.০৪.০১.২০১৮.১০৬**—রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮ এর ৫ (১) (ঞ)-এর ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ০৩ (তিন) জন ব্যক্তিকে ২৬ এপ্রিল ২০২২ হতে ২৫ এপ্রিল ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ০৩ (তিন) বছরের জন্য রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বেসরকারি সদস্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হলো:

১। প্রফেসর মোঃ তানবিরুল আলম, পিতা-মোঃ তাহের উদ্দিন, মহল্লা-খান সমারচক, ডাকঘর ; বালিয়াডাঙ্গা, থানা : বোয়ালিয়া, জেলা : রাজশাহী।

২। জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম হেলাল, পিতা-মোঃ আকরাম আলী মোল্লা, মহল্লা-হাউজ ৭৪/৫ হেতেম খাঁ (চৌধুরী পুকুর), বোয়ালিয়া, রাজশাহী।

৩। প্রফেসর ড. নাসিমা আখতার, পিতা-নোমান আলী, মহল্লা-বাড়ি ৫৭৫, রোড নং-০১, পদ্মা আবাসিক এলাকা রাজশাহী।

২। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নায়লা আহমেদ
উপসচিব।

প্রশাসন অধিশাখা-৫

আদেশাবলী

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪২৯/২৭ এপ্রিল ২০২২

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২১.২১-১৫৬**—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, সাবেক উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, সুনামগঞ্জে ১১-১২-২০১৬ হতে ০১-১২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। আপনি সুনামগঞ্জ গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ, সুনামগঞ্জে কর্মরত থাকাকালীন সময়ে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন ভবন স্থাপন নির্মাণ কাজের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের বিষয়ে ০৭-১২-২০১৯ তারিখ 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০২.২০-৪৮ নম্বর স্মারকে জনাব মোঃ মমতাজ উদ্দিন, এনডিসি, প্রাক্তন যুগ্মসচিব বর্তমানে অতিরিক্ত সচিবকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত শেষে মতামত সম্বলিত একটি প্রতিবেদন ০৫-১১-২০২০ তারিখে ২৫.০০.০০০০.০৫৪.৯৯.০০৩.২০-০৯ নম্বর স্মারকে দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে আপনার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে ০১/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের ২৮-১১-২০২১ তারিখের ২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০২১.২১-৩৪০ নম্বর স্মারকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণপূর্বক প্রথম কারণ দর্শনো নোটিশ প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানো নোটিশের প্রেক্ষিতে ০৭-১২-২০২১ তারিখে আপনি লিখিত জবাব দাখিল করেন। অত:পর, ০৬-০১-২০২২ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়। শুনানিতে উপস্থিত হয়ে লিখিত জবাব দাখিল করেন;

০৩। যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ সুনামগঞ্জ বর্তমানে সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সিলেট গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ বিবরণী, অভিযোগনামা, নথি, তদন্ত প্রতিবেদনের মতামত ও সুপারিশ এবং দাখিলকৃত লিখিত জবাব পর্যালোচনা করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" লঘুদন্ড প্রদানের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত হয়;

০৪। সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুস সালাম, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সুনামগঞ্জ গণপূর্ত ই/এম উপ-বিভাগ সুনামগঞ্জ বর্তমানে সহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), সিলেট গণপূর্ত বিভাগ, সিলেট এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০১/২০২১ নম্বর বিভাগীয় মামলায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২ (ঘ) মোতাবেক লঘুদন্ড হিসেবে "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দন্ড প্রদান করা হলো।

০৫। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **২৫.০০.০০০০.০১৮.২৭.০০৪.১৯-১৫৫**—যেহেতু, জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সাবেক ঠাকুরগাঁও গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ এ কর্মরত অবস্থায় ঠাকুরগাঁও গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মোঃ আল মামুন হক এর সাথে ঠাকুরগাঁও গণপূর্ত বিভাগে তার অফিস কক্ষে অশোভনীয় আচরণ ও অশালীন ভাষা প্রয়োগ, অফিস চলাকালীন অফিস ভবনের বৈদ্যুতিক লাইন বন্ধ করে সরকারি কাজে বাধা সৃষ্টি করা এবং ঠিকাদারের নিকট হতে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা ঘুষ দাবি করেন। তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর গণপূর্ত সার্কেল কর্তৃক তদন্ত করানো হয়। তদন্তে উল্লিখিত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তিনি ২৯-০৮-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তৎপ্রেক্ষিতে, গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে তাকে ২৮-১০-২০১৮ খ্রিঃ তারিখে কারণ দর্শানো হয়। পরবর্তীতে, তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে জবাব দাখিলের জন্য অতিরিক্ত ১০ কার্য দিবস সময়

বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব প্রদান করেন নাই। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপ বিধি (খ) মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে ০৩/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা দায়ের করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়;

০২। যেহেতু, জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন বিভাগীয় মামলার কারণ দর্শানোর নোটিশের লিখিত জবাব এবং ১৯-০৮-২০১৯ তারিখের প্রদত্ত ব্যক্তিগত শুনানির ভিত্তিতে ন্যায় বিচারের স্বার্থে তদন্তের আবশ্যকতা প্রতিয়মান হওয়ায় বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য জনাব মোঃ মোতাহার হোসেন, যুগ্মসচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়' কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগে প্রাথমিকভাবে কোন সত্যতা না পাওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ সত্য নয় মর্মে প্রতিয়মান হয় উল্লেখ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন।

০৩। সেহেতু, জনাব আবদুল্লাহ আল মামুন, উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), সাবেক ঠাকুরগাঁও গণপূর্ত উপ-বিভাগ-২ বর্তমানে মিরপুর গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন এর বিরুদ্ধে "অসদাচরণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০৩/২০১৯ নম্বর বিভাগীয় মামলা হতে তাকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৪। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ শহীদ উল্লা খন্দকার
সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
সিএ-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৪ বৈশাখ ১৪২৯/২৭ এপ্রিল ২০২২

নং **৩০.০০.০০০০.০২৬.২২.০০১.২১.১৪১**—যেহেতু, "ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন নীতিমালা, ২০২০" এর অনুচ্ছেদ ১৪ তে উল্লেখ রয়েছে যে, "এ নীতিমালা কার্যকর করার উদ্দেশ্যে বেবিচক, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/প্রতিষ্ঠান/সংস্থা স্ব স্ব অনুমোদন/ প্রত্যয়ন/ অনাপত্তি প্রদানের পদ্ধতি নীতিমালা জারির ৬ মাসের মধ্যে প্রস্তুত করবে এবং ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রচার করার ব্যবস্থা করবে" এবং যেহেতু, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক ড্রোন নিবন্ধন ও উড্ডয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা কার্যকরের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংস্থার প্রস্তুতি সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সেহেতু নীতিমালার অনুচ্ছেদ ১৪ এ বর্ণিত সময়সীমা ০১ মে ২০২২ হতে ৩১ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আহমেদ জামিল
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
ওমরাহ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২২ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৫ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

নং **ধবিম/হ:শা:/৪-৩১৫/২০১৩-১৬৩**—যেহেতু আপনি ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় হজ পরিচালনাকারী জান্নাত ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স ৮৫০), ইষ্টার্ন আরজু, ৪র্থ তলা, ৬১ বিজয় নগর (বিজয়নগর পানির ট্যাংকির বিপরীত পার্শ্বে) ঢাকা-১০০০ এর পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন; এবং

০২। যেহেতু আপনি বেসামরিক ব্যবস্থাপনা হজ কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়ে হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০২১ এ বর্ণিত শর্তসমূহ পালনে দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ ছিলেন; এবং

০৩। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে জনাব আলহাজ্ব নূরুল হক, স্বত্বাধিকারী, ফ্রিডম হজ গ্রুপ ট্যুরস এন্ড ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-৭৭৬) নিম্নরূপ অভিযোগ দাখিল করেছে;

"রিপ্লেসমেন্ট ১১ (এগার) জনের মোয়াল্লেম ফিসহ পাওনা বাবদ ১৬,৭৫,০০১.০০ (ষোল লক্ষ পঁচাত্তর হাজার এক) টাকা এজেন্সির নিকট পাওনা সংক্রান্ত"।

০৪। যেহেতু আপনার এজেন্সির বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগটি তদন্ত করা হয়েছে। তদন্ত সাপেক্ষে অভিযোগ মীমাংসা হয়েছে।

০৫। সেহেতু নিবন্ধন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হজ ও ওমরাহ ব্যবস্থাপনা আইন-২০২১ এর ধারা ১৩ (২) (চ) অনুযায়ী আপনার পরিচালিত জান্নাত ট্রাভেলস (হজ লাইসেন্স নং-৮৫০)-কে এ ধরণের ঘটনা যেন পুনরাবৃত্তি না ঘটে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবুল কাশেম মুহাম্মদ শাহীন
উপসচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৪ বৈশাখ ১৪২৯/১৭ এপ্রিল ২০২২

নং **১৫.০০.০০০০.০২৭.২২.০০১.১৮.১৪৯**—The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment upto 2006) এর ধারা ৩ এবং The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এর বিধি ৪ মোতাবেক বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড পরবর্তী ০১ (এক) বছরের জন্য নিম্নোক্তভাবে পুনর্গঠন করা হলো :

চেয়ারম্যান

১. সচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

২. সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩. প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।

৪. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও চলচ্চিত্র), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৫. প্রতিনিধি, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব বা তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার)।

৬ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন, ঢাকা।

৭. সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতি, ডাইরেক্টরস স্টাডি রুম, বিএফডিসি, তেজগাঁও, ঢাকা।

৮. জনাব মুশফিকুর রহমান গুলজার, চলচ্চিত্র পরিচালক, বাড়ি-১০, ব্লক-এ, ফ্ল্যাট-৬/বি, নিকেতন, গুলশান, ঢাকা-১২১২।

৯. জনাব শাহ আলম কিরণ, চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব, বনফুল-১১০, পশ্চিম নাখালপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা।

১০. জনাব আবদুস সামাদ খোকন, চলচ্চিত্র পরিচালক, ১৪৯ লেক সার্কাস, কলাবাগান, ফ্লাট এফ-৩, ঢাকা।

১১. বেগম ফাল্গুনী হামিদ, সভাপতি, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংবাদিক সমিতি ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী, ৯/ডি, সেলওয়েসেস, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ১১৬/এ কাজী নজরুল ইসলাম এ্যাভিনিউ, ঢাকা।

১২. জনাব কাশেম হুমায়ুন, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদ, ঢাকা।

১৩. মিজ রোজিনা, বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, বাড়ি-১৬, রোড-১৯, সেক্টর-৪, উত্তরা, ঢাকা।

১৪. মিজ অরুনা বিশ্বাস, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী, বাড়ী-১৭, রোড-৫, এ্যাপার্টমেন্ট-সি/৭, সেক্টর-৬, উত্তরা, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

১৫. ভাইস চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড, ঢাকা।

০২। এ বোর্ডের কার্যক্রম The Censorship of Films Act, 1963 (Amendment upto 2006) The Bangladesh Censorship of Films Rules, 1977 এবং The Code for Censorship of Films in Bangladesh, 1985 অনুসারে পরিচালিত হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইফুল ইসলাম
উপসচিব।

টিভি-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৬ বৈশাখ ১৪২৯/১৯ এপ্রিল ২০২২

নং **১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৬.১১-৩১২(১২)**—বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত/জমাকৃত চলচ্চিত্র প্রিভিউ করার জন্য নিম্নরূপভাবে "বাংলাদেশ টেলিভিশন চলচ্চিত্র প্রিভিউ কমিটি" পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব (টিভি-২ শাখা) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৩. পরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ টেলিভিশন

৪. মিজ সুজাতা আজিম, চলচ্চিত্র অভিনেত্রী

৫. জনাব রফিকুল আলম, সংগীত শিল্পী

৬. মিজ আফরোজা হাসান, উপস্থাপিকা, বাংলাদেশ বেতার

৭. শেখ মুন্নি আক্তার, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

৮. জনাব নিলুফার ইয়াসমিন, কাউন্সিলর, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন

৯. মিজ তাহেরা ফেরদৌস জেনিফার, উপস্থাপিকা ও নাট্যশিল্পী

১০. মিজ তহমিনা তাবাসসুম রূপা, প্রডিউসার এন্ড আর্ট ডিরেক্টর

১১. জনাব মোঃ গিয়াসউদ্দীন খান, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

সদস্য-সচিব

১২. জনাব মো: হুমায়ুন কবির ভূইয়া, ঊর্ধ্বতন চলচ্চিত্র সম্পাদক, বিটিভি

কমিটির কার্যপরিধি ও শর্তাবলি নিম্নরূপ :

(১) এ কমিটি বিটিভিতে প্রদর্শনের নিমিত্তে চলচ্চিত্র যাচাই-বাছাই করে প্রচার উপযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করবে;

(২) কমিটি কমপক্ষে ০৭ (সাত) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে;

(৩) টিভি ভবনের প্রিভিউ কক্ষে (প্রয়োজন অনুযায়ী) সভা/প্রিভিউ অনুষ্ঠিত হবে;

(৪) একই চলচ্চিত্র একাধিকবার প্রিভিউ করা যাবে না;

(৫) কোনো সদস্য পদ শূন্য হলে সভাপতি নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিবেন; এবং

(৬) সভাপতির অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করবেন।

০২। এ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০২১ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৬.১১-২১১ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং **১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৬.১১-৩১১(১৪)**—বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারের লক্ষ্যে বেসরকারি উদ্যোগে নির্মিত বিভিন্ন প্যাকেজ অনুষ্ঠান প্রিভিউ করার জন্য নিম্নরূপভাবে 'বাংলাদেশ টেলিভিশন প্যাকেজ প্রিভিউ কমিটি' পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন

সদস্যবৃন্দ

২. উপসচিব (টিভি-২ শাখা) তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

৩. জনাব মো: সাদিকুর রহমান চৌধুরী, মিডিয়া ব্যক্তিত্ব

৪. জনাব অরুণ সরকার রানা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

৫. মিজ রোকেয়া প্রাচী, অভিনয় শিল্পী ও নির্দেশক

৬. মিজ তানভীন সুইটি, অভিনয় শিল্পী

৭. জনাব মো: শাকিল খান, চলচ্চিত্র অভিনেতা

৮. বিজরী বরকতউল্লাহ, নৃত্যশিল্পী ও অভিনয় শিল্পী

৯. মিজ ইয়াসমিন তাজরীন জাহান তারীন, অভিনয় শিল্পী

১০. জনাব শামীমা ইসলাম তুষ্টি, অভিনয় শিল্পী

১১. সঙ্গীতা চৌধুরী, অভিনেত্রী, উপস্থাপিকা ও বাচিকশিল্পী

১২. জনাব মো: আক্তারুজ্জামান খোকা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব

১৩. জনাব মো: মোতাহার হোসেন, বিশিষ্ট সাংবাদিক

সদস্য-সচিব

১৪. পরিচালক (অনুষ্ঠান ও পরিকল্পনা), বাংলাদেশ টেলিভিশন

কমিটির কার্যপরিধি ও শর্তাবলি নিম্নরূপ :

(১) এ কমিটি বহিরাগত নির্মাতাদের অনুষ্ঠান যাচাই-বাছাই করে অনুষ্ঠানের প্রচার উপযোগিতা সম্পর্কে সুপারিশ প্রদান করবে;

(২) বাংলাদেশ টেলিভিশন মহাপরিচালকের অনুপস্থিতে তাঁর মনোনীত উপযুক্ত প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করবেন;

(৩) কমিটির কমপক্ষে ০৮ (আট) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে কমিটির কোরাম পূর্ণ হবে;

(৪) টিভি ভবনের প্রিভিউ কক্ষে (প্রয়োজন অনুযায়ী) সভা/প্রিভিউ অনুষ্ঠিত হবে;

(৫) বাংলাদেশ টেলিভিশন প্যাকেজ প্রিভিউ কমিটির কোনো সম্মানিত সদস্য বেসরকারি উদ্যোগে বিটিভির জন্য কোনো অনুষ্ঠান নির্মাণে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত থাকতে পারবেন না। এছাড়া বিটিভির নিজস্ব কোনো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিভিশন প্রিভিউ কমিটির সভাপতির অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

(৬) কোনো সদস্য পদ শূন্য হলে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ টেলিভিশন নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব দিবেন।

০২। এ সংক্রান্ত তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ০৬ জুন ২০২১ তারিখের ১৫.০০.০০০০.০২৪.০৬.০১৬.১১-২১০ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেখ শামছুর রহমান
উপসচিব।

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

আদেশ

তারিখ : ১৫ বৈশাখ ১৪২৯/২৮ এপ্রিল ২০২২

নং **১৭.০০.০০০০.০৮৩.২৭.০০৩.২২-১৭৭**—যেহেতু, জনাব মোঃ আবু তালেব, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, নগরকান্দা, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ) ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন-২০২১ উপলক্ষে গজারিয়া উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে রিটার্নিং কর্মকর্তার দায়িত্ব পালনকালীন অনিয়ম ও দুর্নীতিসহ প্রতীক বরাদ্দের লটারীর কার্যক্রমে নিরপেক্ষভাবে লটারী প্রদর্শন না করায় তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ রয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে তফসিল ঘোষণার পর হতে মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণের সময় অবৈধভাবে গোপনে টাকা গ্রহণ, বাছাই কার্যক্রমের সময় অনেক প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিলের হুমকি প্রদান করে উৎকোচ গ্রহণ এবং আপিল করার জন্য নির্ধারিত সময়ের পরও সার্টিফাইড কপি প্রদান, অনেক প্রার্থীকে নির্বাচনে জয়ী করিয়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি প্রদান পূর্বক আর্থিক সুবিধা গ্রহণের বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে, নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৫(৪) এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল), ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এবং বিধি ৩(ঘ) অনুযায়ী "দুর্নীতি পরায়ণতা" এর অভিযোগ আনয়ন করে বিভাগীয় মামলা নং০১/২০২২ রুজু করা হয়। বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামায় তাঁকে কারণ দর্শানোয় তিনি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং দাখিলকৃত জবাবে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি প্রার্থনা করায় ০৮-০৩-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার ব্যক্তিগত শুনানিকালীন তাঁর লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য গ্রহণ করা হয়। তাঁর লিখিত বক্তব্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন গজারিয়া নির্বাচন অফিসার। জেলা নির্বাচন অফিসার, মুন্সীগঞ্জ তাকে শ্রীনগর উপজেলায় রিটার্নিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেন। তাঁকে রিটার্নিং অফিসার নিয়োগের আগে ঢাকা শান্তিনগর যেতে বলেন। তিনি বলেন, তিনি তাঁকে আপন করে নিতে চান। শ্রীনগর রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে চান। শ্রীনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসারের সাথে জেলা নির্বাচন অফিসারের সম্পর্ক ভাল না থাকায় তাঁর ধারনা শ্রীনগর উপজেলা নির্বাচন অফিসার নির্বাচনকালীন প্রচুর টাকা পয়সা ঘুষ খেয়েছেন এটি তিনি তাঁকে জানায়নি। এজন্য তাঁর উপর রুষ্ট হন। তালা প্রতীক দুজন প্রার্থী চান এবং তা লটারীর মাধ্যমে নিস্পত্তি হয়েছে। এ সময় সাংবাদিক প্রার্থী এবং অন্যান্যরাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন টাকা পয়সা বা তাঁর অফিসের কেউ নেয়নি।

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিকালীন, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, বক্তব্য, তাঁর দাখিলকৃত জবাব ও তৎসংশ্লিষ্ট দলিলাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জনাব মোঃ আবু তালেব, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, নগরকান্দা, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ) এর বিরুদ্ধে অনিয়ম, দুর্নীতি ও প্রতীক বরাদ্দের লটারীতে পক্ষপাতিত্বের উত্থাপিত অভিযোগসমূহ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। উক্ত অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাঁকে উপজেলা নির্বাচন অফিস, নগরকান্দা, ফরিদপুর কার্যালয়ে ইতোমধ্যে বদলি করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের সাথে তিনি জড়িত নন মর্মে প্রতীয়মান হয়;

সেহেতু, সার্বিক দিক বিবেচনায়, জনাব মোঃ আবু তালেব, উপজেলা নির্বাচন অফিসার, নগরকান্দা, ফরিদপুর (প্রাক্তন উপজেলা নির্বাচন অফিসার, গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ)-কে সতর্ক করা হল এবং মামলাটি নিস্পত্তি করা হল।

মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ : ১৫ পৌষ ১৪২৮/৩০ ডিসেম্বর ২০২১

নং **২৩.০০.০০০০.০৪০.২৭.০০১.২০.৩৪৬**—যেহেতু, জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম, আবহাওয়াবিদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে Conference Room, ICT Room, Executive Room-এর ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনসহ বৈদ্যুতিক মেরামত ও সংস্কার কাজে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান জেমস ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক আনীত অভিযোগসমূহ এবং অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করার কারণে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের ২০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের ৩.০০.০০০০.০৪০.২৭.০০১.২০.৩৫ সংখ্যক স্মারকে বিভাগীয় মামলা (মামলা নং-০১/২০২০) রুজুপূর্বক অভিযোগনামা জারি করা হয়;

যেহেতু, তিনি ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ কারণ দর্শানোর লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, তাঁর প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৩ মার্চ ২০২১ তারিখ ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য, লিখিত জবাব এবং উপস্থাপিত অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য এ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব ফারাহ্ শাম্মীকে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্ত করতঃ জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম, আবহাওয়াবিদ, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ঝড় সতর্কীকরণ কেন্দ্র, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮-এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে অভিযোগের দায় থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল, এনডিসি
সিনিয়র সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
সরকারি মাধ্যমিক-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৩ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/০৭ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৯২.১৫.১৬৭.২১-৫১২—শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলাধীন সখিপুর থানার 'চরভাগা বঙ্গবন্ধু আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ'টি ০৩ জুলাই, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ/ ১৯ আষাঢ়, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ তারিখ হইতে সরকারিকরণ করা হইল।

০২। প্রচলিত বিধি-বিধানের আলোকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মচারীদের আত্তীকরণ করা হইবে।

০৩। আত্তীকৃত শিক্ষক/কর্মচারীর চাকরি বদলিযোগ্য হইবে না।

০৪। জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হইল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ মিজানুর রহমান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ১৫ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৯ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন-১৪/২০১৩-১৮৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব মোঃ ঈমাম হুসাইন, জন্ম তারিখ: ১৫-০৭-১৯৯০ খ্রি., পিতা-মোঃ বজলুর রহমান, মাতা-ফাতেমা বেগম, গ্রাম-কোর্টপাড়া, ওয়ার্ড নং-০৬, ডাকঘর-দৌলৎগঞ্জ, উপজেলা-জীবননগর, জেলা-চুয়াডাঙ্গা। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর পৌরসভার ০১, ০২ ও ০৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-৩

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৩ আগস্ট ২০২২

নং ২৫.০০.০০০০.০৩২.১৪.০০৩.১৫/২৩৭—The town Improvement Act, 1953 (Act XIII of 1953) অতঃপর উক্ত Act বলে উল্লিখিত, এর Section73 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) এর এখতিয়ারাধীন হাতিরঝিল প্রকল্পটির পার্শ্ববর্তী এলাকায় দৃষ্টিনন্দন ও নৈসর্গিক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে হাতিরঝিল প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে ব্যহত না করে প্রকল্প এলাকার চতুর্পার্শ্বে ৩০০ মিটার প্রস্থে বিস্তৃত জায়গায় সুষ্ঠু ও পরিকল্পিতভাবে, উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে একটি বিশেষ ড্যাপ প্রণয়ন করা হয়। এ বিষয়ে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের নং ২৫.০৩২.১৪.০০.০০. ০০৩.২০১৫/২৫২, তারিখ: ০১-০৯-২০১৬ এর মাধ্যমে গেজেট প্রজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।

১। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত "বেগুনবাড়ি খালসহ হাতিরঝিল এলাকার সমন্বিত উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের সীমানার উভয় পার্শ্বে ৩০০ মিটারের মধ্যে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে উচ্চতার সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে Town Improvement Act, 1953 এর Section 74 sub section (2) এর ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিধি বিধান এতদ্বারা প্রকাশ করা হলো:

(ক) হাতিরঝিল ও তদসংলগ্ন এলাকায় ৩০০ মিটার দূরত্বে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে হাতিরঝিল লেক সংলগ্ন ওয়াকওয়ের লেকপ্রান্ত (Edge) থেকে সর্বোচ্চ ৩৫° ডিগ্রী কোণিক দূরত্ব হিসেবে ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ করতে হবে;

(খ) তেজগাঁও শিল্প এলাকায় বিদ্যমান বাণিজ্যিক/ বাণিজ্যিক কাম আবাসিক প্লটসমূহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রচলিত ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ এবং সিভিল এভিয়েশনের উচ্চতা সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ভবনের উচ্চতা নির্ধারণ করতে হবে;

(গ) আবাসিক/প্রাতিষ্ঠানিক/অন্যান্য ভবনসমূহের ক্ষেত্রে বিশদ অঞ্চল পরিকল্পনা (ড্যাপ) (২০১৬—২০৩৫) অনুযায়ী উচ্চতার বিষয়টি নির্ধারণ করতে হবে;

(ঘ) হাতিরঝিল ও তদসংলগ্ন এলাকায় ৩০০ মিটারের মধ্যে বিশেষ ড্যাপ এর অন্যান্য শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে;

(ঙ) হাতিরঝিলে বিদ্যমান বাউন্ডারী ওয়াল হতে বহির্ভাগে ১০ ফুট জায়গা ফাঁকা রেখে (সার্ভিস রোড নির্মাণের জন্য) ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন করতে হবে;

(চ) গত ২৪-০৮-২০১৬ তারিখে প্রকাশিত গেজেটের শর্ত (ক) হাতিরঝিল এলাকার জন্য প্রণীত বিশেষ ড্যাপ এর সুপারিশ অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। তবে ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে ঢাকা মহানগর ইমারত (নির্মাণ, উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও অপসারণ) বিধিমালা, ২০০৮ প্রযোজ্য হবে অংশটি বাতিল করা হলো;

(ছ) স্যুয়ারেজ বর্জ্য পতিত হয়ে হাতিরঝিলের পানি দূষণ রোধকল্পে ঢাকা শহরের অভ্যন্তরে স্যুয়ারেজ নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তারিক হাসান
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রতিকল্প)।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৪ শ্রাবণ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৯ জুলাই ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং বিচার-৭/২-এন-০৯/৯৮-২০১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ নিয়াজ মাখদুম, জন্ম তারিখ: ৩০-১০-১৯৯১ খ্রি., পিতা-মোঃ ছায়দুর রহমান, মাতা-সুফিয়া বেগম, গ্রাম-চরভদ্রাসন বাজার, ডাকঘর-চরভদ্রাসন, উপজেলা-চরভদ্রাসন, জেলা-ফরিদপুর। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসন উপজেলার ০৩ নং চরভদ্রাসন ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা- ২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ: ১২ আষাঢ় ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, ২৬ জুন ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৬.০০২.১৫(অংশ-১).১৮২—The Survey Act, 1875 (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) এর ৩ ধারা এবং The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (১৯৫১ সনের ২৮ নম্বর আইন) এর ১৪৪ ধারার ১ নম্বর উপ-ধারায় বর্ণিত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৪.০৩৫.১৩.৪০ নম্বর স্মারকাদেশে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করে ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার ২৫(পঁচিশ)টি মৌজার ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ আরম্ভ করার প্রশাসনিক অনুমোদন জ্ঞাপন করা হল ।

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	এরিয়া (একরে)	উপজেলার নাম	জেলার নাম
১	কলাতিয়া	০৬	২৪১.৮৭	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২	আকচাইল	০৮	৫০১.২৬	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৩	নতুনচর	০৯	২২৫.৩৪	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৪	ভান্ডারখোলা	১৩	৬৪৮.৩০	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৫	বেলনা	১৪	৬৪৬.৬১	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৬	আহাদিপুর	১৫	৮৩৪.০৯	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৭	নজিরপুর	১৬	৯৭.৯৬	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৮	ফতে নগর	১৮	১২৬.২৪	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
৯	বারিলগাঁও	২১	৫২৯.৯৩	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১০	কাঁশারিয়া	২৮	২১২.২১	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১১	তারা নগর	২৯	৩২১.৪৯	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১২	রায়তা	৩০	৮৫.৫৪	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৩	সিয়ালি	৩১	১৩৯.৭২	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৪	চন্ডীপুর	৩৪	১৮৬.৮৭	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৫	উল্টা	৩৫	১৭২.৬৫	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৬	ছোট মনোহারিয়া	৩৬	৭২.৪০	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৭	বড় জয়নগর	৩৮	১৩০.৬২	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৮	আটি	৪৩	৯৯৯.০৫	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
১৯	গোপপাড়	৭৮	৩৭৩.৪২	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২০	ডাকপাড়া	৭৯	৬৭.২৩	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২১	চুনকুটিয়া	৮৪	৬০৫.০৯	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২২	সুভড্যা	৮৫	১১৫১.২৫	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২৩	তেঘরিয়া	৯১	৪৪৪.৯২	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২৪	ইকরিয়া	৯২	৩১৯.০৩	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা
২৫	বেয়ারা	৯৪	৬১৯.৫১	কেরাণীগঞ্জ	ঢাকা

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

চিত্রা শিকারী
সিনিয়র সহকারী সচিব।